নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

সাগরতীর্থ
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ০৩ মাঘ – ০৯ মাঘ, ১৪৩২ ঃ ১৭ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি , ২০২৬
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 13, 17 January - 23 January 2026
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আই প্যাক কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসে ইডি তল্লাশিতে

হস্তক্ষেপ মামলার শুনানী কলকাতা হাইকোর্টে ভেস্তে গেল এজলাসে অতিরিক্ত ভিড় ও হৈহট্টগোলের জন্য। এই মামলায় ইডি রাজ্যের প্রধান ও পুলিশ অফিসারদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের আবেদন করেছে।

রবিবার : খসড়া তালিকায় জীবিত ভোটারকে মৃত বলে দেখানো

হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসক দলের সভায়। এই ঘটনায় তিন বিএলওকে কারণ দশাবার নোটিস ধরিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি আরও ৪ রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

সোমবার : হাইকোর্টে শুনানী ভেস্তে যাওয়ায় এবার পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী, ডিজিপি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সহ অধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাট, সাক্ষ্যপ্রমাণ চুরির অভিযোগে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করল ইডি।

মঙ্গলবার : জম্মু – কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি ও সাম্বা জেলার

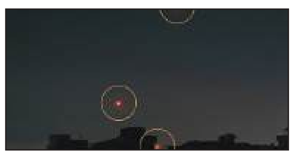

নিয়ন্ত্রণ রেখা ও সীমান্ত এলাকায় সন্দেহভাজন পাকিস্তানী ৬টি ড্রোনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম দেখা গেল পাক ড্রোন।

বুধবার : পুনে থেকে নমুনা পরীক্ষা হয়ে আসার পর জানা গেল

বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুজন নার্স নিশ্চিতভাবে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। এই খবরে উদ্বেগ বাড়ছে বাংলায়।

বৃহস্পতিবার: কসবার দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে গণধর্ষণের

মামলায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র, দুই ঘনিষ্ঠ প্রমিত মুখোপাধ্যায়, জইব আহমেদ ও নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালত।

শুক্রবার: ইডির দায়ের করা আইপ্যাক তল্লাশীতে হস্তক্ষেপ

মামলায় কড়া অবস্থান নিল সুপ্রীম কোর্ট। ৩ ফেব্রুয়ারী পরবর্তী শুনানীতে জবাব দিতে নোটিশ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, ডিজি ও সিপিকে। স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে করা পুলিশের এফআইআরএ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলার সম্মান প্রশ্নের সামনে

ওঙ্কার মিত্র

বাংলা আজকে যা ভাবে, ভারত সেটা ভাবে আগামীকাল। এটা ছিল বাংলার গর্বের ট্যাগলাইন। অথচ কলকাতায় ইডির আই প্যাক তদন্তে হস্তক্ষেপ মামলায় সুপ্রীম কোর্টে এই গর্ব এখন প্রশ্নের মুখে। ১৯০৫ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতা মহামতি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মন্তব্য করেছিলেন, হোয়াট এডুকেটেড ইন্ডিয়ান্স থিঙ্ক টুডে, দি রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। পরে এডুকেটেড ইন্ডিয়ার সঙ্গে বেঙ্গলকে সমার্থক করে উক্তিটি জনপ্রিয় হয়েছিল 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো' হিসাবে। আসলে মেধা, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে তখনকার বাংলার শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরতেই এই উক্তির অবতারণা। হায়! সেই শ্রেষ্ঠত্বের উল্টো ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে আজকের বাংলায়। এখন উপরোক্ত মামলায় সুপ্রীম কোর্টের পর্যবেক্ষন বলছে, বাংলা আজ যে আচরণ করছে কাল তা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভয়ঙ্কর উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য কেন্দ্রীয় জেনারেল অফ পুলিশ ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে। তাঁরা নাকি সাংবিধানিক সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

সংস্থার সাংবিধানিক কাজে হস্তক্ষেপ করা বাংলার সাংবিধানিক প্রধান ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা প্রশাসন।

শুধু এইটুকুতেই ক্ষান্ত হলে কথা ছিল, আরও লজ্জা বাড়িয়ে আদালতের নোটিশ ইস্যু হয়েছে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ডাইরেক্টর আগামী দু সপ্তাহ বাদে ৩ ফেব্রুয়ারী তাঁদের কার্যকলাপের জবাব পেশ করতে হবে শীর্ষ আদালতে যা এককথায় নজিরবিহীন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে বাংলা একাধিক মতাদর্শগত সংঘাত দেখেছে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ভিজেছে বাংলার মাটি। এরপর দুয়ের পাতায়

ফারাক্কা থেকে চাকুলিয়া এ কোন পথে চলেছে বাংলা!

শক্তি ধর

কথা ছিল বহুদিন পর একটা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা পাবে পশ্চিমবঙ্গ। ঘুচে যাবে অনুপ্রবেশ, ভুয়ো ভোটার, ছাপ্পা ভোটের বদনাম। কিন্তু সে সব চুলোয় গিয়ে এ রাজ্যে আদৌ ঠিক সময়ে তালিকা প্রকাশ সম্ভব হবে কিনা সেই প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল ফারাক্কা এবং চাকুলিয়া। বিডিও অফিস ভাঙচুর, এসআইআরএর নথি নষ্ট করা, রাজনৈতিক দলের অফিসে হামলা, ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে বাধা যে হিংসাত্মক আবহ সৃষ্টি করছে তাতে ভোটার তালিকা কেন রাজ্যে সুষ্ঠভাবে ভোট হবে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

অথচ বাংলার জনগণের তরফ থেকে কিন্তু কোনো খামতি ছিল না। প্রথম থেকে তারা সহযোগিতা করে আসলেও আবহাওয়া বিষিয়ে দিল এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি। শাসকদল তৃণমূল প্রথমে এসআইআর করতে দেব না বলে হম্বিতম্বি করলেও বিএলএ নিয়োগ করে সব থেকে তৎপর হয়ে উঠল। একদিকে বিএলওদের পেটাবার হুমকি দিয়ে অন্যদিকে তাদের জন্যই অধিকার মঞ্চ গড়ে তুললো। দিকে দিকে মারমুখী মনোভাব নিয়ে বুঝিয়ে দিল ভোটার তালিকাই তাদের ক্ষমতা বাঁচাবার চাবিকাঠি। বিরোধী দল বিজেপি ভুয়ো ভোটের ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে ভোটার লিস্টকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের হাতিয়ার করে তুললো। বাকি বাম ও কংগ্রেস সঠিক দিশার ঠিকানা হারিয়ে না ঘর কা না ঘাট কা অবস্থান নিয়ে বাড়িয়ে তুললো বিভ্রান্তির বোঝা। আর দৃঢ়তার বাঁধন আলগা করে সেই বিষকে মাথায় তুলে দিল নির্বাচন কমিশন। একদিকে এসআইআর নিয়ে গুজব ছড়ানোর অপরাধে নিশ্চুপ থাকলো আর অন্যদিকে বারবার পদ্ধতি বদলে রাজনৈতিক দলগুলোকে কুৎসা ছড়াবার সুযোগ করে দিল।

দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ রাজ্যের ভোট নিয়ে তলে তলে একটা ষড়যন্ত্র রচিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে ভোট হবে, না কি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা এবার ভোটের আগে বাংলার রাজনীতিতে নতুন খেলার সূচনা হবে যেখানে রাজ্যের মানুষের চাওয়া পাওয়ার চেয়েও প্রাধান্য পাবে ধর্ম, অনুপ্রবেশ, নাগরিকত্ব ইস্যু। ক্রমশঃ যেন বাংলাকে জোর করে একটা অন্ধকার বৃত্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলার একটা প্রচেষ্টা চলছে যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সুযোগ সুবিধার কথা ভুলে অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য মানুষ ছটফট করবে আর তার সুযোগ নিয়ে ফায়দা তুলতে নেমে পড়বে রাজনীতির খেলোয়াড়রা।

জাল নোট কারখানার হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে জাল নোটের কারখানার হদিস পাওয়া গিয়েছে। সোর্স মারফত খবর পেয়ে ১৪ জানুয়ারি দুপুরে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এস–টি–এফ ও কলকাতা পুলিশের যৌথ অভিযানে পাটুলি থানার এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় মোট ৯,২০০ টাকা ভারতীয় মুদ্রা,এফ–আই–সি–এন উদ্ধার হওয়ার নোটের মধ্যে ছিল ৫০০ টাকা ১৪ টি,২০০ টাকার ১০ টি ও ১০০ টাকার দুটি নোট। গ্রেপ্তার করার হয় অলোক নাগ ওরফে বাপি (৫৮), আয়ান নাগ ওরফে বিকি (৩৩), পাসোয়ান(৩৬), ধৃতদের মধ্যে প্রথম দুজন সোনারপুরের বাসিন্দা এবং তৃতীয় জন টিটাগরের বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে বি–এন–এস –এর ১৭৮/ ১৭৯ / ১৮০ /১৮১ / ৬১ (২), ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় অলোক নাগ ও আয়ান নাগের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আজ ভোররাতে তাঁদের দেখানো জায়গায় নিয়ে গিয়ে এস–টি–এফ একটি ভুয়া নোট তৈরির কারখানার হদিস পায়। নরেন্দ্রপুর থানার অধীনে সোনারপুরে রাজপুর

এলাকার তেঘরিয়া দশানী পাড়ায় রামকৃষ্ণ পল্লীতে শ্যামল কুমার রায়ের বাড়ির এক তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোরে) ভাড়াবাড়ি থেকে এই কারখানাটি চলছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে, বিপুল পরিমাণ ভুয়ো নোট তৈরি সরঞ্জাম ও নকল নোট –এর মধ্যে রয়েছে তিনটি স্ক্যানার কাম রঙ্গিন প্রিন্টার।

এরপর দুয়ের পাতায়

নিপা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক–গুজব নয় সতর্ক থাকুন

কুনাল মালিক

করোনা ভাইরাসের কালো দিনগুলির স্মৃতি মিলিয়ে যেতে না যেতেই, আবার নতুন করে বছরের শুরুতে ওই দুজন স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তেমন বেশ কিছু মানুষকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য

নিপা ভাইরাস মানুষের মনে আতঙ্ক জাগাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানের দুই স্বাস্থ্যকর্মীর দেহে নিপা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে বলে খবর। দুজনকেই বারাসাতের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চলছে। একজনের অবস্থা নাকি আশঙ্কাজনক। দপ্তর থেকে ৫ জন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে এ ব্যাপারে দল তৈরি করে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বেলেঘাটা আইডিতে একটি পৃথক আইসোলেশন সেন্টারে তৈরি করে ফেলেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

অফিসপাড়ায় পানীয় জলের সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ব্যস্ততম এলাকা কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের চিনা বাজার, ব্রেবোর্ন রোড, বনফিল্ড লেন, সায়নাগো স্ট্রিট, চুরা মার্কেটের মতো অঞ্চলে খাওয়ার জলের প্রেসার দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। এর ফলে শুধুমাত্র এই ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধিবাসীরা যে এই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তাই নয়, যাঁরা প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিন রাজ্য থেকে তাঁদের জীবিকার জন্য প্রতিটি কাজের দিনে এইসব জায়গায় আসেন, কেউ আবার কাজের জন্য দিন ৪ থেকে ৬ দিন থেকে যান। তাঁরাও অসুবিধায় পড়ছেন বলে জানান স্থানীয় ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেস দলের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক। এখানে পানীয় জল নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিকের কাছে তাঁর প্রশ্ন কবে নাগাদ এই একাধিক অঞ্চলের পরিশ্রুত পানীয় জলের লাইনের মেরামতি হবে? এরপর দুয়ের পাতায়

দেড়শতাব্দী প্রাচীন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল আজ শ্মশানে পরিণত

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম জনবহুল শহর এবং শিল্পকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই যোহাযোহ ব্যবস্থার

সুবিধা, শ্রমনিবিড় জনবসতি এবং গঙ্গানদী সহ অনুকূল ভৌগলিক পরিবেসের জন্য এখানে বহু কল কারখানা গড়ে উঠেছিল। সে সময় থেকেই ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টাররের সঙ্গে তুলনা করা হত এই শিল্পাঞ্চলের। বিশেষ করে এই অঞ্চলে ২৫টি জুট মিলকে কেন্দ্র করে এই এলাকার নাম হয় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল। আজ এই শিল্পাঞ্চল প্রায় শ্মশানে পরিণত। এমনটাই মন্তব্য করেন বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমল সেন।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প হল জুট বা পাট শিল্প। এখানে রাজ্যব্যাপী আড়াই লক্ষ জুটমিল শ্রমিক রয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মোট ২৫ টা চটকল বা জুটমিল রয়েছে। তার মধ্যে ৫টি বন্ধ হয়ে আছে। যার মধ্যে ৩টি সরকারি, অন্যটি গৌরীপুর জুটমিল তা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অন্যটি নদিয়া জুটমিল তাও বন্ধ। বাকি ২০টা জুটমিলের মধ্যে বরাহনগর জুটমিল, অ্যালায়েন্স জুটমিল, প্রবর্তক জুটমিল, নফরচাঁদ জুটমিল, নদিয়া কাঁকিনাড়া জুটমিল, অকল্যান্ড জুটমিল, অ্যান্ডাস জুটমিল, টিটাগড় মাঠকল, এম্পায়ার জুটমিল, অ্যাংলো ইন্ডিয়া, জগদ্দল জুটমিল এই ১৩টা জুটমিল মিলিয়ে মোট ১৮টা জুটমিল বন্ধ। বাকিগুলো অংশিকভাবে চলছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় জুটমিল শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। এদের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিকই বর্তমানে রুজিহীন। দিন তিনেক আগে বন্ধ হয়ে গেল প্রবর্তক জুটমিল। শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। আসলে চটকল শ্রমিকদের উপর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছে। কাঁচামাল অর্থাৎ পাট আমদানির অভাবকে সামনে রেখে একের পর এক জুটমিল মালিকরা মিল বন্ধ করে দিচ্ছেন। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। এরপর দুয়ের পাতায়

ছুটি

আগামী ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ শ্রীশ্রী সরস্বতী পুজো এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সকল বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ২৪ জানুয়ারির সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় পত্রিকা বেরোবে ৩১ জানুয়ারি থেকে।

চাওয়া–পাওয়ার মোহনায় এবারের গঙ্গাসাগর মেলা

সামান্য ফ্র্যাকচারেও এয়ারলিফ্ট, সাগর হাসপাতাল কি এতটাই অনুন্নত!

প্রিয়ম গুহ

প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী ১ কোটি ৩০ লক্ষ পূণ্যার্থীদের স্নানের মাধ্যমে শেষ হলো ২০২৬ এর গঙ্গাসাগর মেলা। দিনরাত এক করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা–এর তত্ত্বাবধানে সাগরমেলা পরিচালনা করেন জেলাপ্রশাসন। নজরদারি ছিল মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী পুলক রায়, মন্ত্রী সুজিত বোস, মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্ত্তী ও মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ জেলা আধিকারিকদের। কুয়াশা না থাকার কারণে লঞ্চ এবং ভেসেল চলাচলে কোনও বাধা না আসলেও তাল কেটেছে পূণ্যার্থীদের ফেরবার সময় নতুন বাসস্ট্যাণ্ডের কারণে। ১৫ জানুয়ারি বিকেল থেকে কচুবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়া পূণ্যার্থীরা বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন রাস্তায় বসে পড়ে। যতক্ষণ না বাস পরিষেবা সচল হয়েছে ততক্ষণ সিভিল ডিফেন্সের তরফ থেকে তাদের জল ও খাবার প্রদান করা হয়। যদিও একঝাঁক নালিশ করেছে পূণ্যার্থীরা তারা বলে, এতদূরে বাসস্ট্যাণ্ড হওয়ার কারণে অনেকটাই বেশি হাঁটতে হচ্ছে আর ভিন রাজ্য সহ এ রাজ্যে পুণ্য স্নানে আগত ব্যক্তিরা বেশিরভাগই বয়স্ক তাই এতটা হাঁটা তাদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত দূরে বাসস্ট্যাণ্ড কেন করা হলো সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি প্রশাসন। অসুবিধায় পড়তে হয়েছে মন্দির

দর্শন করবার জন্যেও স্নান করে ১নং রাস্তা ও ৫নং রাস্তা ও ৬নং রাস্তা থেকে ২নং রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে পূণ্যার্থীদের। রোদ এবং ধূলোর কারণে অসুস্থতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বয়স্কদের অতটা হাঁটা আর বাঁশের ড্রপ গেটে অতক্ষণ দাঁড়ানো মোটেই সম্ভব ছিল না। ড্রপ গেটে দাঁড়ানোর সময় পানীয় জলের অসুবিধাতেও পড়তে হয়েছে, যদিও প্রত্যেকটি রাস্তার ধারেই পিএইচই–র পক্ষ থেকে জলের পাউচ রাখা ছিল। কিন্তু লাইনে দাঁড়ানো পূণ্যার্থীদের সেই জলের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ ছিল না। তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা চেষ্টা করেছে তাদের পানীয় জল পৌঁছাতে। আসামের ৫১ বছর বয়সী মিঠু মণ্ডল ও বিহারের ৬১ বছর বয়সী মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের শান্তলাল উচ্চচাপজনিত কারণে,

হরিয়ানার মেটাটারসাল ফ্র্যাক্চারজনিত কারণে, উত্তরপ্রদেশের রমেশ চন্দ্র শ্বাসকষ্টজনিত কারণে, বিহারের আশাদেবী গোড়ালীতে ফ্র্যাক্চারজনিত কারণে, বিহারের প্রেমাকান্তি দেবী ফ্র্যাক্চারজনিত কারণে এবং পশ্চিমবঙ্গের পূজা ঘোষ ফ্র্যাক্চারজনিত কারণে এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে যে তাদের হেলিকপ্টারে করে কলকাতার এম.আর.বাঙ্গুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

সমুদ্রতটের ৬০ শতাংশই বন্ধ করা ছিল। এঁটেল মাটিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রসৈকত পূণ্যার্থীদের পড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই বিভিন্ন মেডিক্যাল ক্যাম্প থেকে হাতে–পায়ে লাগার ওষুধের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছিল। যেটুকু জায়গা বন্ধ করা ছিল শালবল্লীর ব্যারিকেড দিয়ে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে শালবল্লী বেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পূণ্য স্নানের দিকে ধাবমান হয় পূণ্যার্থীরা। আঁটোসাঁটো প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন তাল কেটেছে এ বছরের সাগর মেলায়। বারবারই পূণ্যার্থীদের মুখে শোনা গিয়েছে, এত হাঁটানোর নালিশ। এই হাঁটানোর ফলেই আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। বাঁশের ড্রপ গেট খুলতেই দল বেরিয়ে গেলেও সদস্যরা একজন কি দুজন সদস্য দলছুট হয়ে পড়ছিল, তাতেই বেড়েছে এই পরিসংখ্যান। **ছবি : প্রীতম দাস**

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

বাজার আমেরিকার সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

শিব ঠাকুরের আপন দেশে শেয়ার বাজার সর্বনেশে, দেশের কোন নেতা নয় কিংবা অর্থনৈতিক ফিগার, সবকিছু এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারবার। ভারতে ৫০০ শতাংশ ট্যারিফ এর তুঘলকি ঘোষণা হোক কিংবা মধ্যরাতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে তুলে আনাই হোক, এই শীতে কেবল ট্রাম্পই সারা বিশ্বে উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলেছে। আমেরিকার সারা পৃথিবীতে তার দাদাগিরি চালিয়ে রাখার জন্য এবং তার দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কোন নিয়ম নীতির তো আখ্যা না করে নানা রকম হুমকি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যা সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিকে দোলাচলে রাখছে। অধুনা ভারত ও তার বাইরে নয়। গত সপ্তাহের শেয়ারবাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫৮০০ থেকে ২৬২০০ রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এবং এই রেঞ্জের ব্রেক আউট হলেই বাজার বড় মুভমেন্ট করবে, হয়েছেও তাই। ২৫৮০০ ব্রেক করে নিচে ২৫৪৭৫ পর্যন্ত দেখিয়েছে এবং আজ যখন এই লেখালেখি অর্থাৎ বুধবার বাজার ২৫৭৫০ এর কাছাকাছি। বাজার এই মুহূর্তে পুরোপুরি আমেরিকার সাথে ট্রেড ডিল এর সাপেক্ষে মুভমেন্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ পুরোপুরি নিউজ বেসড। টেকনিক্যালি বাজার ওভার সোল্ড সিচুয়েশন থেকে রিলিফ র‍্যালি–র দিকে যদিও সেটা কতটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই মুহূর্তে ২৬০০০ থেকে ২৬২০০ পর্যন্ত বড় রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং নিচের দিকে ২৫২০০ পর্যন্ত বাজার আসতে পারে। এখন দেখা যাক আমেরিকার ভূমিকা আগামী সপ্তাহে কি থাকে এবং তার ওপরই আমাদের বাজার নির্ভরশীল।

শরীর নিয়ে নানা কথা

নিপা ভাইরাস রোগ নিয়ে কিছু তথ্য

করোনার আতঙ্কের পর এখন নতুন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে 'নিপা ভাইরাস' আতঙ্ক। এবিষয়ে কি বলছে ডা. কুনাল সরকার সেই প্রতিবেদন তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি কুনাল মালিক

প্রশ্ন: নিপা ভাইরাস ডিজিজের উপসর্গগুলি কি কি?

উত্তর: সাধারণত জ্বর, প্রবল শারীরিক দুর্বলতা, মাথাব্যথা, বমি, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, খিঁচুনি, প্রবল কাশি, শ্বাসকষ্ট বা ডায়রিয়া জাতীয় উপসর্গ থাকতে পারে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ (এনসেফেলাইটিস), হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ (মায়কারডাইটিস), ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ (এ আর ডি এস) ইত্যাদি নিয়েও এই রুগী আসতে পারে চিকিৎসকের কাছে।

প্রশ্ন: এই রোগের সংক্রমণের হার কেমন এবং মৃত্যুহার কেমন?

উত্তর: অন্যান্য সংক্রমিত রোগের তুলনায় সংক্রমণের হার তেমন কিছু নয় কিন্তু মৃত্যুহার অনেকটাই বেশি। সাধারণত কেস ফেটালিটি রেট ৪০% থেকে ৭৫% এর মধ্যে।

প্রশ্ন: মহামারী নিবারণের দৃষ্টিকোণ থেকে নিপা ভাইরাস কেস কয় ধরনের ?

উত্তর: তিন ধরনের। (১) সন্দেহজনক নিপা কেস – যেমন যে ব্যক্তি নিপা ভাইরাস রোগের মহামারী কবলিত এলাকায় বসবাস করছেন এবং যার অল্পদিনের জ্বর সঙ্গে মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের উপসর্গ অথবা খিঁচুনির উপসর্গ আছে, অথবা তীব্র মাথা যন্ত্রণার উপসর্গ আছে অথবা কাশি বা শ্বাসকষ্টের উপসর্গ আছে, (২) সম্ভাব্য নিপা কেস – যে সন্দেহজনক কেস কোনো নিপা রোগীর সরাসরি সংস্পর্শে এসেছেন অথবা নিপা রোগীর এলাকায় বসবাস করতেন এবং ল্যাব পরীক্ষার আগেই মারা গেছেন, (৩) নিশ্চিত নিপা কেস – যে সন্দেহজনক রোগীর শরীরের নমুনা (যেমন থ্রট সোয়াব, ইউরিন বা সেরিব্রো স্পেইনাল ফ্লুইড) নিয়ে ল্যাব পরীক্ষায় পিসি আর পদ্ধতিতে নিপা ভাইরাস পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন: নিপা রোগের প্রতিষেধক ও চিকিৎসা কি?

উত্তর: এই রোগের কোনো নির্দিষ্ট কার্যকরী টিকা নেই বা ওষুধ নেই। রোগীকে সাধারণত উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অন্যান্য যেসব প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল: (১) সাবান জল বা স্যানিটাইজার ব্যবহার, (২) মাস্ক এর ব্যাবহার, (৩) বাদুর বা অন্যান্য পশুপাখির ঠকরানো বা আধ খাওয়া ফল না খাওয়া, (৪) ফল খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া, (৫) তাল বা খেজুর গাছের টাটকা রস না খাওয়া বা ফুটিয়ে খাওয়া ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে এটি একটি জেনেটিক ডিজিজ যেটি মূলত ফ্রুট ব্যাট জাতীয় বাদুড়ের লালা, মল–মূত্র থেকে ছড়ায়।

প্রশ্ন: নিপা রোগ প্রসার প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কারা কন্ট্যাক্ট হিসেবে বিবেচিত হবেন?.

উত্তর: নিপা ভাইরাস ডিজিজ এর কন্ট্যাক্ট দু ধরনের: উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন, এবং নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন।

উচ্চঝুঁকি সম্পন্ন : এদের মধ্যে পড়ছেন: (১) যারা কোনো কনফারমড কেসের শরীর নির্গত তরল যেমন রক্ত, লালা, মূত্র ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছেন বা কোনো সম্ভাব্য কেস যিনি মারা গেছেন তার শরীর নির্গত তরলের সংস্পর্শে এসেছেন, (২) যিনি সম্ভাব্য বা নিশ্চিত কোনো কেসের খুব কাছাকাছি বা একই বদ্ধ জায়গায় একসাথে বারো ঘন্টা বা তার বেশি সময় কাটিয়েছেন। রোগীর কোনো রুম মেট অথবা অন্য রোগী যিনি একই ওয়ার্ডে বা রুমে ভর্তি ছিলেন তিনি এই ধরনের কন্ট্যাক্ট হিসেবে বিবেচিত হবেন।

নিম্নঝুঁকি সম্পন্ন: যারা শরীর নির্গত তরলের সংস্পর্শে আসেননি কিন্তু রোগীর জামাকাপড়, বিছানার চাদর বালিশ, ফোমাইট–এর সংস্পর্শে এসেছেন। স্বাস্থ্যকর্মী যিনি উপযুক্ত ব্যক্তিগত শারিরীক সুরক্ষা বিধি মেনে রোগীকে দেখেছেন বা পরিষেবা দিয়েছেন তিনি কন্ট্যাক্ট হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

অন্যদিকে চিকিৎসকর্মী যারা চিকিৎসা করেছেন, যারা রোগীকে স্থানান্তরের কাজে সাহায্য করেছেন যেমন এম্বুলেন্স চালক অথবা মৃত রোগীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যুক্ত ছিলেন তারা যদি ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিধি মেনে না থাকেন তাহলে কন্ট্যাক্ট হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রশ্ন : এই কন্যাক্টদের নজরদারির ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?

উত্তর: উচ্চ ও নিম্ন উভয় ঝুঁকি সম্পন্ন কন্যাক্ট দের ক্ষেত্রে: (১) তিনি যদি উপসর্গ বিহীন হন তাহলে তারা গৃহ অন্তরীণ থাকবেন এবং স্বাস্থ্যকর্মী তাকে ২১ দিন ধরে দিনে ২ বার টেলিফোনের মাধ্যমে নজরদারি চালাবেন। (২) তিনি যদি উপসর্গ যুক্ত হন সেক্ষেত্রে তাঁকে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত হাসাপাতালের নির্দিষ্ট আইসিলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করতে হবে এবং তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন : কাদের ক্ষেত্রে গৃহ অন্তরীণ নজরদারির বদলে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে নজরদারি চালাতে হবে?

উত্তর: (১) নিশ্চিত রুগীর যে কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে জ্বর অথবা নিপা ভাইরাস ডিজিজের অন্যান্য উপসর্গ থাকবে তাদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরীণ নজরদারি চলবে, (২) কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণে গৃহ অন্তরীণ ব্যবস্থা চালু না করতে পারলে সে ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরীণ অবস্থা চলবে। সাধারণ সাবধানতা মেনে চলুন, এখনো অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩
১৭ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : মিথস্ক্রিয়া আনন্দ বয়ে আনবে। বন্ধু বা আত্মীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। ব্যবসার স্থগিত কাজ শুরু হতে পারে। মার্কেটিং সম্পর্কিত কাজ অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। চাকরিজীবীদের সচেতন থাকা উচিত। মানসিক চাপের ফলে আত্মবিশ্বাস এবং শক্তির অভাব অনুভব হতে পারেন।

বৃষ রাশি : ছাত্র এবং তরুণরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের চেয়ে ভালো ফল পেতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোনো কাজ আপাতত স্থগিত রাখুন। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে কিছুটা বিভ্রান্তি এবং সিদ্ধান্তহীনতা দেখা দেবে। অংশীদারি ব্যবসায় সঙ্গীর পরিকল্পনা উপকারী হবে। অফিসের বিষয়ে অবহেলা এড়িয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : প্রিয়জনের সমর্থন এবং অনুকূল সময় আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। কোনও কাগজপত্র পরিচালনা করার সময় সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় কিছু অসুবিধা হবে। সরকারি চাকুরিজীবিরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং দায়িত্ব পেতে পারেন।

কর্কট রাশি : কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করতে সাহায্য করবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয় আপনার সমস্যা তৈরি করতে পারে। সরকারি চাকরির বিষয়ে বাধা থাকলেও বেসরকারি চাকরিতে কিছু লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। অর্থহীন প্রেমের সম্পর্ক সময় এবং অর্থের অপচয় করতে পারে। গ্যাস এবং অ্যাসিডিটির মতো ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সিংহ রাশি : আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে কারও সাথে আপনার তর্ক হতে পারে। সন্তানদের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আমদানি–রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতারণার সম্ভাবনা আছে। সরকারি চাকরিতে যারা আছেন তারা তাদের অধস্তনদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখবেন। ক্লান্তি এবং দুর্বলতা বিরক্তির কারণ হতে পারে।

কন্যা রাশি : অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণে সময় এবং অর্থ নষ্ট করবেন না। কর্মক্ষেত্রে আরও কঠোর পরিশ্রম এবং কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। বিনিয়োগের জন্য সময়টি অনুকূল। কর্মক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিলে সময় সহজেই কেটে যাবে। তরুণদের অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত।

তুলা রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় অমীমাংসিত মামলায় মনোযোগ দরকার। অন্ধবিশ্বাস সমস্যার কারণ হতে পাতে। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় ঝুঁকি নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। বিনিয়োগের সময় বাজেটের দিকে মনোযোগ দিন। চাকরিজীবীদের উন্নতির সম্ভাবনা ভালো। অতিরিক্ত চাপ এবং ব্যস্ততার কারণে ডায়াবেটিস এবং রক্তচাপ সম্পর্কিত সমস্যা বাড়তে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত এড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে এগিয়ে যান। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি অনুকূল, তবে অন্যের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। তদন্ত বা জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। শুষ্ক কাশি এবং শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে। সঠিক চিকিৎসা নিন এবং তরল গ্রহণের পরিমাণ বাড়ান।

ধনু রাশি : কাজ সুসংগঠিত থাকবে। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল দেখতে পাবে। তর্ক এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। ফলে আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। ব্যবসায়িক কাজ সম্পন্ন হবে এবং আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। তবে ব্যবসায়িক ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা থাকতে পারে।

মকর রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত চিন্তার কারণ হতে পারে। সমস্যায় ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। চাকরিজীবীদের কর্মসূত্রে ভ্রমণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় প্রেমের বিষয়ে সময় নষ্টের দরকার নেই। মাইগ্রেন বা সার্ভিকাল সমস্যার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কুম্ভ রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা উপকারী হবে। রাগ বা অন্যের হস্তক্ষেপ পরিবারের জন্য সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের সমর্থন পাবেন। কমিশন–সম্পর্কিত যেকোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে। প্রেম জীবনে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি : অভিজ্ঞদের সমর্থন পাবেন। পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ব্যাঙ্কিং বা বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনও কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ভালো কাজের নীতি কর্মক্ষেত্রে ফলাফল বয়ে আনবে। অংশীদারিত্বের প্রস্তাবও আসতে পারে। চাকরিজীবীরা তাদের প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। মাথাব্যথা এবং জরায়ুর সমস্যা সমস্যাজনক হতে পারে।

বাংলার সম্মান প্রশ্নের সামনে

প্রথম পাতার পর

শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পের উপর আঘাত ক্ষয়িষ্ণু করেছে বাংলাকে। খাদ্যের দাবীতে প্রাণ দিতে হয়েছে, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির জন্য জন্য জঙ্গীপনা দেখেছে, রাজনৈতিক আচলাবস্থা ফিরে এসেছে বারবার। কিন্তু তাকে কোনোদিন কেউ সারা ভারতের জন্য বিপদজনক বলে দাগিয়ে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নতুন বছরের প্রথম মাসে সেটাও ঘটিয়ে ফেলল একদা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার আজকের পশ্চিমবঙ্গ।

ঘটনার কারণ বিশ্লেষনে উঠে আসছে নানা তত্ব। কেউ বলছে এমন ঘটনা ঘটেছে আবেগের বশে। কেউ আবার একে ধারাবাহিক ঔদ্ধত্বের ফল বলে উল্লেখ করছে। কারো মতে দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদের যোগ চাপা দিতেই এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, এছাড়া নাকি বাঁচার আর উপায় ছিল না। আর একটা অভিনব মত বলছে কেন্দ্রীয় সংস্থা নাকি পরিকল্পনা করে ফাঁদে ফেলেছে এ রাজ্যের প্রশাসন ও শাসক দলকে। তাঁদের মতে এতদিন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড পর্যন্ত অভিযোগের জল গড়ালেও সর্বোচ্চ নেত্রী অবধি তা পৌঁছায়নি। সেটাই এবার ছুঁয়ে ফেললো আই প্যাক তদন্তের হাত ধরে।

এসব তো জল্পনা, গুঞ্জন, কূটকচালি, নিন্দুকদের রটনা। কিন্তু যেটা ভয়ঙ্কর প্রবণতা সেটা হল ক্ষমতার জন্য রাজ্যের সিংসাত্মক আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে বাংলাকে অপরাধ প্রবণতার জাতীয় আইকন করে তোলার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে আরও পুষ্ট করে তুললো ঝাড়খন্ড সরকার। বাংলার পরেই তারা ইডি অফিসে হানা দিয়ে বুঝিয়ে দিল বাংলার ছোঁয়াচে রোগ অন্য রাজ্যে ছড়াবার আশঙ্কা অমূলক নয়। কয়েকদিন আগে এ রাজ্যের শাসক দলকে নিজের হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করেছেন ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত। এবার তিনি সাহায্যের বদলে ইডিকে আক্রমণ করে মদত জুগিয়েছেন সুপ্রীম আশঙ্কাকেই।

এই ডামাডোলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলার জনগণ। তাদের আম ও ছালা দুটোই গেছে। না আছে কাজ, না আছে রোজগার। ঘর, জল, কাজের গ্যারান্টির সব অনুদান নাকি দুর্নীতির অভিযোগে বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। আবার রাজ্যের অর্থনীতিও ভেঙে পড়েছে। অথচ এ কথা কাউকে বলার কোনো উপায় নেই। রাজা, মন্ত্রী, শান্ত্রী বিরোধী সবাই ব্যস্ত নিজেদের বাঁচাতে। শাসক–বিরোধী সকলের ক্রমাগত চেষ্টা চলছে অন্যকে বিপদে ফেলার। বোঝা যাচ্ছে, আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এ চিত্র বদলাবার সম্ভাবনা কম। ততদিনে বাংলা আরও কতটা নিচে নামে সেটাই এখন দেখার।

আজ শ্মশানে পরিণত

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশ থেকে ২ লক্ষ মেট্রিক টন পাট আমদানি এখন বন্ধ আসাম থেকেও প্রায় ৪–৫লক্ষ মেট্রিক টন পাট এখন আসছেনা। মোট প্রায় ২২ লক্ষ মেট্রিক টন পাট আমদানি হয় রাজ্যে। বাংলাদেশ ও আসাম বাদ দিয়ে রাজ্যে যে পাট আছে তা দিয়ে জুটমিলগুলো চলতে পারে। রাজ্য সরকার বলছে রাজ্য পাট যা আছে, তা দিয়ে মিল স্বাভাবিকভাবেই চলতে পারে। কিন্তু ঘটনা হল এই পাটগুলো কালোবাজারি বা ফড়ে'রা হোডিং করে রেখেছে। তারা বাজারমূল্য কেজি প্রতি ১২৫ টাকা করে রেখেছে। অথচ জেসিআই নূন্যতম সহায়ক মূল্য ১০৫টাকা ঘোষণা করে রেখেছে। ফলে তারা পাট কিছেনা। গত এক মাসের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ১৩টি জুটমিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে গোটা জেলাজুড়ে জুটশিল্পে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা অনাহার, অর্দ্ধাহারে রয়েছেন। জুটমিল মালিকরা মিল বন্ধ করে প্রোমোটিংয়ে ঝুঁকছেন। আর অন্যদিকে শিল্পাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হচ্ছে।'

পানীয় জলের সমস্যা

প্রথম পাতার পর

সমস্যার সমাধান হবে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ওই এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ওখানে নিত্য জলের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ওখানে নতুন নতুন অফিসও তৈরি হয়েছে। তাই ব্রেবোর্ন রোড দিয়ে যে জলটা আসছে, সেটা ওখানে যথেষ্ট নয়। এটা জানার পরে ইতিমধ্যে জল সরবরাহ দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, টেরিটি বাজারের দিক দিয়ে আরেকটা কানেকশন করে দেওয়ার জন্য। তাহলে ওখানে জলের প্রেশারটা বেড়ে যাবে। আশা করা যায় চলতি জানুয়ারির মাসের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জল সরবরাহ দপ্তর আগামী গ্রীষ্মের মরশুম শুরুর আগে এই কাজ শেষ করতে চায়। কলকাতা পৌরসংস্থা পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিবাদী বাগ(ডালহৌসি স্কোয়ার), বড়বাজার কলকাতা অফিস পাড়ায় মাটির নীচে জলের পাইপের অধিকাংশেই ফাটল ধরেছে। কারণ পাইপগুলো যথেষ্ট পুরনো। এর ফলে ওই পাইপ দিয়ে পুর্ণ বেগে জল পাঠানো যায় না। জলের চাপে পাইপ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মধ্য কলকাতার ওই এলাকাগুলোয় জলের চাপ বেশ কম। তবে চলতি জানুয়ারিতে এ কাজে হাত দেওয়ার আগে পৌর আধিকারিকরা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করবে। তাদের থেকে এনওসি নেবে। কারণ মাটি খুঁড়ে কাজের কাজের সময় ওই অঞ্চলের একাধিক রাস্তায় তীব্র যানজট হবে। কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারটিও এই এলাকার মধ্যে রয়েছে।

জাল নোট কারখানার হদিস

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সাদা কাগজে লাগানো আসল ৫০,১০০,৫০০ টাকার নোট। ১০০ টাকা ৮৪ টি, ২০০ টাকার ১৪ টি ও ৫০০ টাকার ৮ টি ভুয়া নোট বিভিন্ন মানের অসম্পূর্ণ রঙ্গিন প্রিন্ট করা নকল নোট। ৯টি ঝকঝকে সবুজ রঙের কলম। এছাড়াও নগদ ২২ হাজার টাকা ভুয়া নোট মিলিয়ে দ্বিতীয় দফায় উদ্ধার হওয়া এফ–আই–সি–এন –এর পরিমাণ ১৫ হাজার ২০০ টাকা। ধৃতদের আজ আদালতে তোলা হলে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা চক্রের সঙ্গে আরো কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে এস–টি–এফ।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ১৩/০১/২০২৬ তারিখের এবিডেভিড বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমার প্যান কার্ডে (নং- ITWPB9377l) আমার বাবার নাম ভুলবশতঃ Abdul Rab Molla- পরিবর্তে Abdul Roub Molla উল্লিখিত হয়েছে।Abdul Rab Molla এবং Abdul Roub Molla এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।
সেরিফা বিবি
চক এনায়েতনগর, বিষ্ণুপুর–২, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ মফিজ(SK MO-FIZ), পিতা–মৃত বিলাত সেখ, গ্রাম – গাজিপুর, পো: কাঙ্গনবেড়িয়া, থানা– বিষ্ণুপুর, জেলা – দঃ ২৪ পরগণা, পিন –৭৪৩৫০৩, গত ইং ১৩/০১/২০২৬ তারিখে আলিপুর প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট–এর নিকট একটি হলফনামা যাহারNo.3998 উক্ত মোতাবেকSK MOFIZএবং BASIR SKউভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরুপে পরিচিত হলাম। যদি উপরিউক্ত হলফনামার বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে আমার উকিলবাবু শ্রীসৌভিক ঘোষ (৮০১৩৮২৭২৫৪) মহাশয়ের সহিত এক সপ্তাহের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

চাওয়া–পাওয়ার মোহনায়

প্রথম পাতার পর

৬,৬৩২ জন তীর্থযাত্রীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যদিও প্রশাসনের তৎপরতায় ৬,৬২৭ জনকে তাদের পরিবারের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। ৪৬৫টি পকেটমারীর ঘটনা ঘটেছে মেলায়, ৪৩৮টি ক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৮৯৫ জনকে। পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকলেও পরিস্কারের ব্যবস্থা তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। মেলা শেষে মন্ত্রী সহ আধিকারিকেরা সাগরতট পরিস্কারের হাতে ঝাঁটে তুলে নেয়। মেলা চলাকালীন পরিবেশবন্ধু ও ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবীরা সমুদ্রসৈকতের পরিস্কারে উদ্যোগী ছিল। ১১,১২এবং১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সাগর আরতির আয়োজন করা হয়। গানে,নৃত্যে এক মনোরম প্রদর্শনী মেলায় উপস্থিত বিশেষ অতিথি ও ভিভিআইপিদের সান্ধ্য মনোরঞ্জনের এক মনোরম অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। সাধারণ পূণ্যার্থীরা তেমনভাবে সামিল হতে পারে না এই আরতির অনুষ্ঠানে এবং ধর্মীয়ভাবও প্রস্ফুটিত হয় না এই আরতি প্রদর্শনীতে। ঢাক, ঢোল, নাকাড়া বাজিয়ে সাগর আরতি হলে আরও হয়তো মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও ধর্মীয় উন্মাদনা বৃদ্ধি পাবে। এবছর বিদেশী পর্যটকদেরও দেখা গিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীদের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বারবার বাংলার বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা না করার কারণে। কোটি উর্দ্ধো জনসমাগমকে প্রশাসন সুষ্ঠভাবেই মেলা প্রাঙ্গণ ফাঁকা করে দিতে সক্ষম হয়েছে মাত্র একটি দিনে। কর বন্ধ হলেও মেলার সময় ভেসেল এবং বাসের ভাড়া বেড়ে যাওয়ার কারণ কি? এর উত্তরও মেলেনি। অন্য সময় লট নং ৮ থেকে কচুবেড়িয়া যেতে ভেসেলে টিকিট থাকে ৯ টাকা কিন্তু মেলার সময় বেড়ে যায় ৪০ টাকায়।

সাধু–সন্ন্যাসী এবং নাগা সন্ন্যাসীদের সমাগম তেমন চোখে পড়েনি। ইতিহাস বলছে, ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসী হিমালয় থেকে আসতেন এখন আর তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সাগরতটে তাদের সাধনায় কি বিঘ্ন ঘটছে? এর কারণ গঙ্গাসাগরের অতি আধুনিকীকরণের ফল। গঙ্গাসাগর কি তার মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলছে?

গঙ্গাসাগরের ১ থেকে ৫নং রাস্তার সাগরতটকে এখন আর 'সী বিচ' বলা যাবে কি না সন্দেহ আছে। এই গোটা জায়গাটিতে সরকার ভাঙন রুখতে মাটির সাহায্য নিলেও সামান্য মাটি কি আর সাগরের ঢেউ ভাঙতে সক্ষম? ভাঙন রোধ না করলেও সাগরতটকে সম্পূর্ণরূপে নদী বা পুকুর পাড়ে পরিণত করেছে। আর এখানেই স্নান করতে নেমে একটু অসাবধান হলেই আছাড় খাচ্ছেন পুর্ণ্যাথীরা, তাদেরও আবার এয়ারলিফ্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কলকাতায়। তবে প্রশ্ন উঠছে, সামান্য ফ্র্যাকচারের চিকিৎসারও কি সুবিধা নেই সাগর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে? যদি না থাকে তবে তা কেন তৈরি করা হচ্ছে না!

গুজব নয় সতর্ক থাকুন

প্রথম পাতার পর

অনেক মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে, আবার কি লকডাউন হতে পারে নিপা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে? আবার কি কোয়ারেন্টাইন ফিরে আসবে? আবার কি থেমে যাবে জীবনের ছন্দ? এইসব প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার কুনাল সরকার বলছেন, এখনই নিপা ভাইরাসকে ঘিরে এতটা আতঙ্কিত হবেন না এবং অযথা গুজব ছড়াবেন না। তার থেকে সতর্ক থাকুন। জানা যাচ্ছে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়াতে এই নিপা ভাইরাসের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে। মালেশিয়ার নিপা গ্রামে প্রথম এই ভাইরাস দেখা গিয়েছিল বলে এই রকম নামকরণ হয়। ২০০5 সালে শিলিগুড়িতে এবং ২০০৭ সালে নদিয়া জেলাতেও নিপা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল। সুতরাং এই ভাইরাসটি একদম নতুন নয়। মূলত ফল খেকো বাদুর থেকে এই ভাইরাসটা ছড়ায়। তাই এই সময় ঢাকা না দেওয়া হাঁড়ির খেজুরের রস খাওয়া উচিত না। কাটা ফলও এড়িয়ে যেতে হবে এবং ফল কিনলে তাকে ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে। সব সময় হাত ধুয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে। মূলত নিপা ভাইরাসের উপসর্গগুলো হল করোনাভাইরাসেরই মতন। সর্দি জ্বর মাথা ব্যাথা তারপরে ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে। তাই অসুস্থ হলে ডাক্তারদের পরামর্শ নিন। করোনা ভাইরাসের মত নিপা ভাইরাস রেস্পিরেটরি সংক্রমণ হয় না। বাচ্চাদেরও সুরক্ষা দিতে হবে।

এন–৯৫ মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত এই প্রতিবেদন লেখার আগে আরো খবর পাওয়া গেল আরো ২ জন অসুস্থ ব্যক্তিকে বেলেঘাটা আইডিতে নিয়ে আসা হয়েছে। আগামী দিনে যদি নিপা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি হবে বা হাসপাতালগুলির ভূমিকে কি হবে সে নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের সমন্বয়ের সভার পর গাইডলাইন প্রকাশিত হতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৭৫

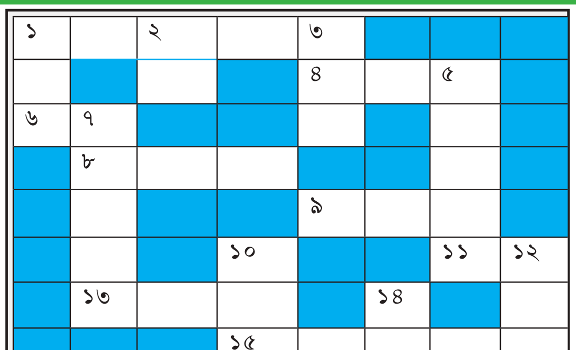

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. সংঘ ৪. উত্তম, তোফা ৬. নাকচ ৮. হিমালয় প্রদেশের পার্বত্য জাতিবিশেষ ৯. মিশ্রিত ১১. তিতিক্ষা, এটাই মানুষের পরম ধর্ম ১৩. কর্মকার ১৫. তীক্ষ্ণ দাঁত।

উপর–নীচ

১. যুদ্ধ ২. ভীমের অস্ত্র ৩. দৃষ্টি ৫. শোবার ঘর ৭. সংখ্যায় কম ১০. যাচাই ১২. নবনী, ননি ১৪. এর চার ভাগ।

সমাধান : ৩৭৪

পাশাপাশি : ১. সুপ্রতীক ৪. রং বেরং ৫.তমসুক ৭. আবদার ৯. চাঁদনি রাত ১০. লঙ্কেশ্বর।
উপর–নীচ : ১. সুবাসিত ২. করণিক ৩. দরপরদা ৬.মরণদশা ৭.অবতল ৮. নমস্কার।

রাস্তার হাল বেহাল কেন
বিধায়কের বিরুদ্ধে ফেস্টুন

সুমন আদক, হাওড়া : হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের দক্ষিণ ঝাঁপড়দহে এবার বিধায়কের নামে পড়লো ফেস্টুন। চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। রাস্তার হাল বেহাল কেন এই প্রশ্ন তুলে দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ অঞ্চল গ্রামবাসীবৃন্দের তরফ থেকে ওই ফেস্টুন দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সেখানে রাস্তার বেহাল অবস্থা। বারংবার প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে প্রতি বুথ পিছু অর্থ ধার্য করেছেন। তা সত্ত্বেও রাস্তার কোনও কাজ না হওয়ায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ওই ফেস্টুন দেন বলে অভিযোগ। তাঁরা স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে দ্রুত ওই রাস্তার সংস্কার হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আমরাও চেষ্টা করছি দ্রুত ওই রাস্তার সংস্কার করতে। উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে ওই ফেস্টুন টাঙানো হয়। মঙ্গলবার সকালে ডোমজুড়ের দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ গ্রামে রাস্তার ধারে বড় বড় ফেস্টুন ঝুলতে দেখা যায়। বিধায়ক বলেন, এটি বিজেপির চক্রান্ত। আগামী সপ্তাহ থেকে ওই এলাকায় রাস্তার কাজ শুরু হবে। এদিকে, গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন ওই এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পক্ষ থেকে বছর দুই আগে মাটির নিচে পাইপ লাইনের

বিভিন্ন এলাকায় ফেস্টুন দেন। এই ফেস্টুন ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জগৎবল্লভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবীর চ্যাটার্জি বলেন, গ্রামবাসীবৃন্দ যদি কিছু ফেস্টুন দেন সেটা দিনেই দেবেন। রাতে দেবেন কেন ? কেন্দ্রীয় সরকার তো বঞ্চনা করে ১০০ দিনের টাকা, আবাসের টাকা, জলের টাকা বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। তা সত্ত্বেও সারা বাংলা জুড়েই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে কাজ চলছে। দক্ষিণ ঝাঁপড়দহে ওই এলাকার রাস্তা খারাপ আমরাও জানি। যাতে কাজ হওয়ার ফলে রাস্তা বেহাল হয়ে যায়। রাস্তায় বড় বড় গর্ত থাকায় এবং অনেক জায়গায় চাঙর উঠে যাওয়ায় রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই নিয়ে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁরা স্থানীয় দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং বিধায়ককে বারবার জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে তাদের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। এদিকে, ফেস্টুন টাঙানো নিয়ে সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, বিজেপি এসব কাজ করেছে।

রেস্টুরেন্ট মালিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়া ময়দান এলাকায় একটি নামী রেস্টুরেন্টে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন মালিক। হাওড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও সেখানে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ ছিল। তখন অভিযান চালানোর পর বেশ কিছুদিন সেই কাজ বন্ধ ছিল। পুনরায় পুলিশের কাছে ওই রেস্টুরেন্টে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ আসে। কয়েকদিন আগেই সেখানে অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে কয়েকজনকে ধরা হয়। ঘটনার পর থেকেই মালিক পলাতক ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি রাতে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিডি আধিকারিকরা ওই রেস্টুরেন্টের মালিককে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপি বিধায়ক ও কর্মীদের উপর হামলা

সুকান্ত কর্মকার, ছাতনা : বাঁকুড়ার ছাতনায় তৃণমূল কংগ্রেসের দাদাগিরির গুরুতর অভিযোগ উঠল। অভিযোগের কেন্দ্রে ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র। ১৫ জানুয়ারি এসআইআর–এর ফর্ম ৭ সংক্রান্ত বিষয়ে জয়েন্ট বিডিওর সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের আলোচনা চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময়ই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্রের নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়ক ও কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আলোচনার মধ্যেই তৃণমূলের একাংশ আচমকা বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয়। ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও হামলা পুরোপুরি রোখা যায়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিজেপি নেতা স্বপন মুখার্জি বলেন, 'প্রশাসন ও পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে দাদাগিরি চালাচ্ছে, তা গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত। এই নোংরামির উপযুক্ত জবাব মানুষ ভোটের সময় দেবে।' বিজেপির অভিযোগ, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, ঘটনার জেরে ছাতনা জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : নতুন বছরের প্রথম দিনেই সোনারপুরে লাঙল বেড়িয়ায় একটি স্কুলের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে লাঙলবেরিয়া সুরত স্মৃতি বিদ্যালয়ে। জানা গিয়েছে দুষ্কৃতীরা স্কুলের গেটে তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। এরপর একাধিক রুমের তালা ভেঙে আলমারি তছনছ করা হয়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে,আলমারিতে রাখা প্রায় ১২ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উধাও। এছাড়া বিদ্যালয়ে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। যদিও স্বস্তির বিষয় চুরি হলেও কোন একাডেমিক কাগজপত্র চুরি বা নষ্ট করা হয়নি। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক প্রণব কুমার মাইতি জানান, স্কুলে একজন কেয়ারটেকার থাকে। এদিন সকালে তিনি ফোন করে জানান, অফিস রুমসহ একাধিক রুমের তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। স্টাফ রুম,অফিস রুম ও প্রধান শিক্ষকের ঘরের তালা ভাঙ্গা হয়েছে এবং আলমারি ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিদ্যালয় জুড়ে মোট ৩২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও দুটি হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষক আরও জানান, স্কুলের সামনে হাইমাস্ট লাইট ও রাতে নিরাপত্তার জন্য নাইটগার্ডের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এই চুরির ঘটনায় তারা সমস্যায় পড়েছেন। তবে সম্প্রতি ভর্তির টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ায় বড়সড়ো ক্ষতি থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় জখম চালক সহ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : ১৬ জানুয়ারি সকালে হাওড়ার সলপ হাইরোডে দুর্ঘটনায় চালক সহ একটি গাড়ির এক যাত্রী জখম হন। জানা গিয়েছে, অনির্বাণ দাসগুপ্ত নামের ওই ব্যক্তি গাড়িতে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি লরি পিছন দিক থেকে এসে ওই গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ওই ব্যক্তি জখম হন। চালকেরও মাথায় চোট লাগে। দুর্ঘটনার পর তাঁদের স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। লরি চালক পলাতক। পুলিশ চালকের খোঁজ চালাচ্ছে। দুর্ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, চাকা ফেটে লরিটি একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। গাড়িটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়ির পিছনে থাকা এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। চালক মাথায় আঘাত পান।

জল পাচ্ছে না তিনটি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : দক্ষিণ প্রধানমন্ত্রী জলমিশন প্রকল্প ভেঙ্গে পড়েছে তিনটি গ্রামে। পাইপ লাইন আছে রাস্তার ধারে ট্যাপ থাকলেও জল আসে না ফলে জলের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে মুরারই ১নং ব্লকের কনকপুর–ডাঙ্গাপাড়া ও সারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই গ্রাম তিনটি মুরারই ১নং ব্লকের ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝাড়খন্ড বর্ডারে অবস্থিত। গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনের সময় ঢাক–ঢোল পিটিয়ে ওই তিনটি গ্রামের জন্য জলমিশন প্রকল্পে পাইপ লাইন দিয়ে সরাসরি জল সরবরাহের উদ্বোধন করা হয়। গ্রামবাসীরা বলে, ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোট আটটি গ্রাম আছে। ডুমুরগ্রাম,বালিয়াড়া ও মলয়পুর নিয়ে তৈরী হয় জলপ্রকল্প মলয়পুর মৌজার বসন্তবুড়িতে। সেখানে জলাধার তৈরী করে জল সাপ্লাই করা হয় ওই তিনটি গ্রামে। কোনও সমস্যা নেই। অপর প্রকল্পটি তৈরী হয় বাহাদুরপুর,ধনঞ্জয়পুর, ভূষনা ও তপনা নিয়ে প্রকল্পটি হয় বাহাদুরপুরে। সেখানেও জলাধার

তৈরী করে জল সরবরাহ করা হয়। কোন সমস্যা নেই কিন্তু কনকপুর,সারদুয়ারি ও ডাঙ্গাপাড়া নিয়ে প্রকল্পটি হয় ধনঞ্জয়পুরে। সেখানে থেকে কনকপুর গ্রাম অনেক উঁচু । সরাসরি পাইপ লাইন দিয়ে ৩ কিমি দুর থেকে সাবমার্সেবল থেকে জলসরবরাহ করা হয় ফলে গ্রাম তিনটির সব পাড়ায় জল ট্যাপে পড়ে না। ফলে জলের সমস্যা ওই তিন গ্রামে। একমাত্র হিন্দু পাড়ার তিনটি ট্যাপে জল পড়ে সেই জল সারা গ্রামের মানুষের সম্বল। কনকপুর গ্রামের আনোয়ার আলি,সারদুয়ারি গ্রামের কালন কোনাই, ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সালিম শেখরা অভিযোগ করে বলে, কনকপুর ও সারদুয়ারি গ্রামকে মলয়পুর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হলে এই সমস্যা হতো না। এই বিষয়ে গত মার্চ মাসে মুরারই একনং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ দিলে গ্রামবাসীদের আলোচনায় ডাকেন বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারি। সেইসময় বিডিও বলেছিলেন, 'ধনঞ্জয়পুরে জলাধার তৈরী হলেই এই সমস্যা মিটে যাবে।' গ্রামবাসীরা দাবি রেখেছিল মলয়পুর থেকে কনকপুর গ্রামের দুরত্ব ২কিমি। কনকপুর ও সারদুয়ারি গ্রামকে মলয়পুর গ্রামের সঙ্গে যুক্ত করলে সমস্যা থাকবে না কিন্তু আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয় নি। দুঃখের বিষয় এখনো পর্যন্ত জলাধার তৈরি না হওয়ার ফলে সারা গ্রামের জল সরবরাহ হয় না। কবে হবে জলাধার সেইদিকে তাকিয়ে আছে ওই তিন গ্রামের মানুষ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : দাদু ও দিদার সঙ্গে জয়দেব মেলা যাওয়ার পথে বাসের ইমারজেন্সি গেট থেকে পড়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের এক শিশুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদবাজার ব্লকের কাপিষ্টা জিন্নাতপুর থেকে একটি বাস জয়দেব মেলা যাচ্ছিল। ১৫ জানুয়ারি ১০ টা নাগাদ সিউড়ি রেল ফুকো থেকে বেরিয়ে ১৪নং জাতীয় সড়কে ওঠার মুখে সেই বাসের এমার্জেন্সি গেট খুলে পড়ে গিয়ে বাসের শেষ চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই নাবালকের। মৃতের নাম সূর্য দাস(৬) বাড়ি কাপিষ্ঠা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালে পাঠায়। বাসের চালক ও খালাসী পলাতক।

ডোমজুড়ে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : এসআইআর এর শুনানির নামে সাধারণ ভোটারদের হেনস্তার অভিযোগ তুলে হাওড়ায় ডোমজুড়ের গড়বাগানে রাস্তা অবরোধ হয় ১৬ জানুয়ারি দুপুর নাগাদ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এখন 'নির্যাতন কমিশন'–এ পরিণত হয়েছে। প্রথমে বলেছিল ২০০২ সালের তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের এসআইআর তালিকায় নাম উঠবে। কিন্তু তথ্যগত অসঙ্গতির নামে এখন মানুষকে শুনানিতে ডেকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। এর ফলে খেটে খাওয়া গরীব মানুষ সব কাজ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে এদিন এই রাস্তা অবরোধ হয়। তৃণমূলের আরও অভিযোগ, এভাবেই বিজেপির জন্য সুবিধা করে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

চাষের জমিতে জল নিয়ে বচসা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : চাষের জমিতে সামান্য জল নিয়ে বচসা। ১৬ জানুয়ারি দুপুরে বাসন্তী থানার অন্তর্গত মসজিদবাটী পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মোকামবেড়িয়া গ্রামে দুই প্রতিবেশীর গণ্ডগোলে ধারালো দা–এর আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যা সবিতা পড়িয়ার স্বামী শ্রীহরি পড়িয়া, নারান সরদার, সৌমেন সরদার, শিখা সরদার ও প্রিয়শী সরদার। আক্রান্তদের মধ্যে শ্রীহরি পড়িয়া ও সৌমেন সরদারের অবস্থা আশাঙ্কাজনক। দুজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর চাষের জমিতে জল দেওয়া নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বচসা হয়। ধারালো দা ও শাবল নিয়ে একে অপরকে মারধোর করে মাথায় কোপ মারে। অন্যান্য প্রতিবেশীরা জখমদেরকে উদ্ধার করে। চিকিসার জন্য প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী শ্রীহরি পড়িয়া জানিয়েছেন,'খরা চাষের জন্য জমিতে জল দিয়েছিলাম। সেই জল চুঁইয়ে নারান সরদারের জমিতে গিয়েছিল। সেই নিয়ে বচসা শুরু হয়। নারান সরদার বলতে থাকে জল কেন আমার

জমিতে আসবে। আমি বলেছিলাম 'সামান্য জল গিয়েছে। জলকে কেউ আটকে রাখতে পারে নাকি।' এরপর আচমকা ওরা ৪ জন শাবল, ধারালো দা নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে। মাঠে ফেলে বেধড়ক মারধর করে মাথায় কোপ মারে। ঘটনার বিষয়ে থানা অভিযোগ দায়ের করেছি।'

অন্যদিকে নারান সরদারের ছেলে সৌমেন সরদার জানিয়েছে, 'জমি নিয়ে আমার বাবার সাথে ঝগড়া করছিল। আচমকা বাবাকে ধরে বেধড়ক মারধর করছিল ওরা। খবর পেয়ে বাবাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমাকে, আমার মা শিখা সরদার ও ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী প্রিয়শী সরদারকে বেধড়ক মারধর করে। আমার মাথায় দা দিয়ে কোপ মারে। ঘটনাস্থলে আমরা ৪ জন লুটিয়ে পড়ি।' অন্যদিকে উভয় পরিবারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা।

গায়ে আগুন দিয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

উত্তম কর্মকার, কুলপি : এগায়ে আগুন লাগিয়ে মৃত্যু গৃহবধূর। কুলপি থানার রাঙাফলা পিয়াদাপাড়া এলাকায় ওই গৃহবধূর নাম জাসমিনা বিবি। কিছুদিন আগেই রাকিব নাইয়ার সাথে প্রেমের সম্পর্কে তাদের বিবাহ হয়। হঠাৎ করেই গতকাল ৩ টে নাগাদ পাড়ার লোকজন দেখতে পায় ওই গৃহবধূ গায়ে পেট্রোল ঢেলে ঘরের মধ্যে গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ছে। তড়িঘড়ি স্থানীয় মানুষজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেলপুকুর স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে ডায়মন্ড হারবারে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা এরপরেই ডায়মন্ডহারবার থেকে তাকে পিজিতে স্থানান্তরিত করা হয় অবশেষে ১৫ জানুয়ারি ভোররাত্রে ওই গৃহবধূর মৃত্যুর খবর আসে পরিবারের কাছে। পরিবারের লোকজনের দাবি প্রেমের কারণে বিবাহ হওয়ায় ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন বিষয়টি মেনে নেয়নি যা নিয়েই ওই গৃহবধূকে গতকাল ফোন করেছিল এরপর এই গৃহবধূ এমন ঘটনা ঘটায় বলে জানা যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

হাওড়া সদরে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : এসআইআর–এর ৭ নম্বর ফর্ম নিয়ে হাওড়া সদরের নির্বাচন কমিশন অফিসে ১৪ জানুয়ারি বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির বিএলএরা। যদিও ফর্ম নিয়ে এলেও দেখা মেলেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের (এআরও) সহ অন্যান্য আধিকারিকদের। বিজেপির অভিযোগ, মৃত ভোটার কিংবা সিফটেড ভোটারদের নাম বাদ দেবার জন্য ৭ নম্বর ফর্ম ফিলাপ করা হলেও সেইসব ফর্ম জমা দেয়নি বুথ লেবেল অফিসারেরা। এর পিছনে তৃণমূলের চক্রান্ত রয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত ভোটার কিংবা সিফটেড ভোটারদের নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক টেলিফোনে জানান, যে বিএলওরা জমা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

সোনারপুরে ঘরবন্দী বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে এক বৃদ্ধার পচা গলা দেহ উদ্ধারে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃতার নাম মঞ্জু মণ্ডল,বয়স ৫৮। জানা গিয়েছে, তিনি ওই বাড়িতে একাই থাকতেন এবং দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর শরীর খারাপ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি কয়েকদিন ধরে বাড়ি থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। এরপর এলাকার বাসিন্দারা সোনারপুর থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পরে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। বাড়ির দরজায় 'বাড়ি বিক্রি আছে' লেখা ছিল। পাশাপাশি বাড়ির সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। যার মাধ্যমে বাড়িতে কেউ ঢুকছে বা বের হচ্ছে কিনা তা নজর রাখা সম্ভব। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সমস্যা ছিল। যদিও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি পুলিশের কাছে। দেহটি উদ্ধার করে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

যুব নেতারা সম্বর্ধিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ১৮ই জানুয়ারী ৭৬ চেতলা পার্কে কংগ্রেসের চার যুব নেতা সর্ব্বশ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি, বারিদ বরন দাস, লক্ষ্মীকান্ত বহু ও সুব্রত মুখার্জিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে আলিপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস কম্মিবৃন্দ এক সভার আয়োজন করেন।

এই সভায় শ্রীপঙ্কজ মুখার্জি, লক্ষ্মীকান্ত বসু এবং বারিদ বরন দাস অংশ গ্রহণ করে ভাষণ দেন। প্রত্যেক বক্তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য কংগ্রেসকর্মীদের আহ্বান জানান এবং স্থানীয় এম, এল, এ ডাঃ কানাই সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার শ্রীনরেন্দ্র নাথ সেন।

১০ম বর্ষ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ১০ সংখ্যা

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর : হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধারের উদ্দেশ্যে গত চার বছর ধরে চলছে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন। ২০২২ সাল থেকে 'অপারেশন প্রয়াস'এর মধ্য দিয়ে উদ্ধার হয়ে চলেছে মানুষের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া একের পর এক বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে

এই ৪ বছরে মোট ৮ হাজার ১৫৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৩ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে উদ্ধার হওয়া ৫০২টি মোবাইল ফোন বিভিন্ন থানার মাধ্যমে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার কুমার সানি রাজ সাংবাদিকদের সামনে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারের একটি তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন, 'তিনি বলেন, "২০২২ সাল থেকে 'অপারেশন প্রয়াস' চালু হয়েছে। ২০২২ সালে মোট ১ হাজার ১১২টি মোবাইল আমরা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছি। ২০২৩ সালে ১ হাজার ৭০০টি মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে যথাক্রমে ১ হাজার ৬০০ এবং ২ হাজার ৮৩১টি মোবাইল আমরা ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করেছি। আজকে গোটা জেলার নিরিখে ৫০২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে বিভিন্ন থানার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০টি মোবাইল বহরমপুরে হেড কোয়ার্টার থেকে দেওয়া হয়েছে। এগুলি আমরা ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উদ্ধার করেছিলাম।' তিনি এদিন আরও বলেন, 'মোবাইল চুরি করার পরে সেটি ব্যবহার না করলে, তার কোনো দাম নেই। আবার যখন চুরি করা মোবাইল ব্যবহার করতে শুরু করবে, তখন আমরা জানতে পারবো। আমাদের হেড কোয়ার্টারের টেকনিক্যাল টিম, সাইবার টিম সবাইকে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলির উপর আমরা নজর রাখি। সেই ফোনে কোথায় কি কাজ হচ্ছে, তা দেখতেই পাই।'

লক্ষীর ভাণ্ডারের টাকায় খিচুড়ি মহোৎসব

রুমা খাতুন, বীরভূম : রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের কালুহা পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১৫ জানুয়ারি লক্ষীপূজা উপলক্ষে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সামিল হলেন গ্রামের মহিলারা। রাজ্য সরকারের লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ সঞ্চয় করে তাঁরা আয়োজন করেন খিচুড়ি মহোৎসব। স্থানীয় মহিলা সদস্যদের উদ্যোগে এদিন লক্ষীপূজার পর গ্রামবাসীদের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খাওয়ার মধ্য দিয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন সকলে। এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা চোখে পড়ার মতো ছিল।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, লক্ষীর ভাণ্ডার শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, সামাজিক ঐক্য ও উৎসবের আনন্দকে আরও শক্তিশালী করছে। এই উদ্যোগে খুশি গ্রামের মানুষজন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁরা।

বিদেশি পর্যটকদের মন কাড়ছে সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। দেশ বিদেশের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদী, বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু পাখি, কুমির অবশ্যই সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

বিশেষ করে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রতি মূল আকর্ষণ থাকলেও সেই আকর্ষণে থাবা বসিয়েছে সুন্দরবনের লোকজন। বিশেষ করে বাউল গান, ঝুমুর নৃত্য, বনবিবির পালা, বনবিবির উপাখ্যান, দক্ষিণরায়ের পুজো সুন্দরবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়াচ্ছে বিদেশী পর্যটকদের। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের আবাসিক হোটেলগুলোতে ভিড় জমিয়েছেন বিদেশী পর্যটকরা। তাঁরা সুন্দরবন ভ্রমণের পাশাপাশি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন সুন্দরবনের উল্লেখ্য বিভিন্ন নৃত্য গানের মধ্যে বনবিবির পালা গান উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরবনে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল, ৪০০–র অধিক ভিন্ন প্রজাতির গাছ–গাছালী, প্রচুর নদী, খাড়ী, জলে কুমীর সহ একাধিক জীবজন্তুর বাসস্থান এই বনভূমিতে। এছাড়াও রয়েছে আছে চিত্রা হরিণ, কুমির, বিষাক্ত সাপ, কচ্ছপ, বানর, বুনো শুয়োর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি শামূকখোল, বুনোহাঁস, পানকৌড়ী! এছাড়া আছে সুন্দরী, গরান, কেওড়া, হেতাল গাছের মতো বিচিত্র রকমের গাছ।

সুন্দরবনের মানুষদের আচার আচরণ, রীতিনীতি, জীবনযাত্রার ধরণ, তাদের বিশ্বাস–অবিশ্বাস, আর্থ–সামাজিক অবস্থা জানার একটি উপায় হচ্ছে সশরীরে গিয়ে তাঁদের সাথে কথা বলা বা সাক্ষাৎকার নেওয়া। আবার আরেকটি উপায় আছে। সেটা হচ্ছে তাদের পড়া। মূলত সুন্দরবন অঞ্চলের দেব–দেবীর বর্ণনাই বেশি দেওয়া আছে।

হিন্দু–মুসলমান এই দুই ধর্মের মানুষদের বসবাস এই সুন্দরবনে। মুসলমানদের মধ্যে সেখানে আছে শেখ, সাইয়িদ, পাঠান অপর দিকে হিন্দুদের মধ্যে সেখানে দেখা

রয়েছে নাপিত, কৈবর্ত, চণ্ডাল, জালিয়া, ধোবী, যোগী শ্রেণীর বেশীরভাগই হিন্দুরা শূদ্র গোত্রের। জীবিকার জন্য তাঁদেরকে বনজঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির সাথে লড়াই করে থাকতে হয়। সেই জন্য তাঁরা তাঁদের বিপদ ও সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস দেবতাদের উপর নির্ভর করে থাকেন। দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত দক্ষিণরায় ও বনবিবি।

দক্ষিণরায়কে মনে করা হয় বাঘের দেবতা হিসেবে। সুন্দরবনের বসবাসরত মানুষ তাঁর পূজো করে থাকেন। বিভিন্ন রকমের কাল্পনিক ঘটনা আছে তাকে ঘিরে। এই ঘটনাগুলো মানুষের মুখে মুখে রচিত। দক্ষিণরায়কে অনেকে শিবের পুত্র বলেও মনে করে থাকেন। আবার অনেকে মনে করে, গণেশ দেবতার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর সেটা দক্ষিণ দিকে ছুটে গিয়ে পড়ে যায় সেখান থেকেই এই দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। মরহুম মুন্সী মোহাম্মদ খাতের এর রচিত 'বনবিবির জহুরনামা'–উল্লিখিত রয়েছে 'দক্ষিণরায়কে জঙ্গলের অপদেবতা বা শয়তান বলেও অনেকে বিশ্বাস করেন।'

অন্যদিকে বনবিবির আরব দেশে পিতা ইব্রাহিম ও মাতা গোলাল বিবি। কাহিনি অনুসারে, বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহজঙ্গলি ঈশ্বরের আদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য তথা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসভূমি সুন্দরবনের জঙ্গল রক্ষা করতে আসেন। এখানে এসে বনবিবি দুঃখী, গরিব, অসহায়দের রক্ষা করা শুরু করেন। বনবিবির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণরায় নামক এক শক্তিশালী রাক্ষস সদৃশ চরিত্র। আবার বনবিবি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নন, বনবিবি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য, মানবিকতা, সহিষ্ণুতা নারীশক্তির প্রতীক। তাঁর কাহিনি পরিবেশচর্চা ও ধর্মীয় সহনশীলতার এক অনন্য নিদর্শন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৭ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬

নেতাজি নিয়ে কেন্দ্রের দ্বিচারিতা

নেতাজি প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের আজও এত দ্বিধা, সংশয় যা অত্যন্ত লজ্জার। ডিজিটাল ভারতে নেতাজির গোপন ফাইল ডিজিটালি পাবলিক ডোমেন–এ চলে এসেছে। নেহেরু মুক্ত ও কংগ্রেসমুক্ত ভাবনায় ভাবিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যখন নানা ক্ষেত্রে নেহেরু–গান্ধী পরিবারতন্ত্রকে নির্বাসন দিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তখন নেতাজীর প্রতি আজও গোপনীয়তা ও প্রকাশ্য অনীহা অত্যন্ত আশঙ্কার। প্রধানমন্ত্রী নেতাজি ফাইল প্রকাশের প্রাক্কালে বলেছিলেন, তাঁরা ইতিহাসের দমবন্ধ করতে চান না। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মনমোহন সিংহ সরকারের আমলে জোর করে বাতিল করা তৃতীয় নেতাজি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আজও প্রত্যাখাত হয়ে পড়ে রইল। বলা হয়েছিল ওই রিপোর্ট নাকি 'অসম্পূর্ণ'। কিন্তু যদি ওই রিপোর্ট 'অসম্পূর্ণ' হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ১৯৪৫–এর ১৮ আগস্ট পৃথিবীতে আদৌ কোনও বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। তবু ভারত সরকার সেই নেহেরু আমলের ১৮ আগস্টকে মান্যতা দিয়ে চলেছে।

কেন্দ্র প্রকাশিত ফাইলে স্পষ্ট নেতাজির স্ত্রী–কন্যা নেই, যা আছে তা সাজানো ও মিথ্যা। সেই মিথ্যা চিতাভস্মের গল্পের মতই ভারত সরকার আজও জনৈকা বিদেশীনি অ্যানিটা পাফ্–কে নেতাজি 'কন্যা' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে মিথ্যাচার করে চলেছে। 'নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ' সংক্রান্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যা ঐতিহাসিক ড. প্রতুল গুপ্ত মহাশয় লিখেছিলেন, জওহরলাল নেহেরুর আমলে তা আজও নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

নেতাজির জন্মদিন কয়েকটি রাজ্যে সরকারি ছুটি দিয়ে পালন করা হয়। নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি দিতে আজও কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র অনীহা। যে যুক্তিতে ২অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে সর্বভারতীয় ছুটি হয় সেই যুক্তিতে নেতাজি জয়ন্তী ব্রাত্য হয় কী ভাবে ? গান্ধীজির ভারতছাড় আন্দোলন ১৯৪২ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'আজাদ হিন্দ' –এর তীব্র অভিঘাতেই ব্রিটিশ দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল। এদেশের এবং বিদেশের বহু ঐতিহাসিক গবেষক এমনটাই বলেছেন। জাতীয় ঐক্যের প্রতীক নেতাজি আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় তৎকালীন শাসকদলের বদান্যতায় লেখা ইতিহাসে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ যেমন গুরুত্ব পায়নি তেমনি সেই ধারা আজও অব্যাহত। ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি থাকলে ভারতের প্রতিটি দূতাবাসে নেতাজি জয়ন্তী উদযাপিত হত। দেশের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসারে প্যাটেল নয়, নেতাজিই এক এবং একমাত্র পথ। এই সত্য যে রাজনৈতিক দল যত দ্রুত বুঝবে ততই তাদের এবং দেশের মঙ্গল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

কিন্তু বিন্দুমাত্র অহঙ্কার তাদের মনে উদিত হত না। পক্ষান্তরে বারংবার পরজয়ে ক্ষোভে, অপমানে এবং আত্মরক্ষার্থে দেবতাগণ ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু শম্বর সহ ঐতিন অসুরকে নিধন ক"রে দেবলোক অসুরশূন্য করলেন। বিষ্ণু দ্বারা নিহত হয়ে শম্বর বিষ্ণুলোকে গমন করল এবং বাসনাহীন হওয়ায় ভীম–ভাস–দৃঢ় নামক অসুরত্রয় দেহত্যাগ ক"রে পরম শান্তিতে আত্মস্থ হল। হে রাম! বাসনাপ্রভাবে জীব বন্ধ হয়, আবার জীব যদি বাসনাবিহীন হয়, তবে মুক্তি লাভকরে। বিবেক উদয়ে আত্মার সত্যস্বরূপ দর্শন হয়। তাহলেই বাসনা সমূলে উৎপাটিত হয়, এবং তখন সকলই আত্মাময় হয়ে পরম শান্তি লাভ হয়। সমগ্র জগৎকে আত্মবৎ বোধ করলে, আত্মা ভিন্ন অন্যদৃশ্য জগৎ অসত্য হয়ে পড়ে। তখন বাসনা, ভাবনা, রাগদ্বেষ সম্বলিত চিত্ত কল্পিত আকাশকুসুমের মত অন্তর্হিত হয়ে পরমপদ লাভ হয়। বাসনা হতেই স্পন্দন, স্পন্দন হতে চিত্ত, চিত্ত হতে যাবতীয় অনর্থ উদিত হয়ে বন্ধনের কারণ ঘটে। তাই বাসনার অপসারণে পরম উপাদেয় মুক্তি লাভ হয়। হে রাম! শরীরকে আমি ভাবনার ফলে দাম–ব্যালাদির চিত্ত যেভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তোমার চিত্ত সেই প্রকার না হয়। বরং ভীম–ভাস–দৃঢ়ের মত বাসনামুক্ত, অবিচল থেকে পরমপদে স্থিত হও। পরমপদ পেয়ে কোন কর্ম করলেও বন্ধন সৃষ্টি হয় না। তুমি অতি ধীমান এবং আমার শিষ্য। পূর্বজ পথিকৃৎ হতে যে শিক্ষা প্রবাহ পেয়েছি, তোমায় আমি তা বলছি। বার বার বলছি, বাসনামুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় নিরন্তর যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। তাহলেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হবেই হবে, সংসার–দুঃখ–বন্ধন নির্মূল হবেই হবে।

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! যত যত সাধু পুরুষ বীরশিরোমণি হয়ে জগতে পূজিত হন, তাঁরা প্রত্যেকেই মনকে জয় ক"রেই কৃতকৃত্য হয়েছেন। মনকে বিজিত ক"রেই উত্তাল সংসারসাগর পার হতে হয়। হে রাম! তাবৎ জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হল যে আত্মজ্ঞান, আমি তোমায় তা ই বলছি। বহু শাস্ত্র, বহু জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমার বাক্য অনুধাবন কর। জগৎ–বিষয় রূপ বিষে মনকে নিয়োজিত কোর না। ভোগবাসনায় মনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত না হলে পরমধন আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। বিচারসম্পন্ন হয়ে বিষয়ের নিকৃষ্টতা নির্ণয় করলে বিষয় সঙ্গ পরিত্যক্ত হতে থাকে। বিষয়বীজ স্পন্দনশীল মনের উর্বর জমিতে অঙ্কুরিত হয়ে বন্ধনবৃক্ষে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে বিষয়বাসনার উচ্ছেদে পরম শান্তি লাভ করা যায়। উদ্দমশীল নিষ্ঠাবান মাত্রেই পুরুষকার সহায়ে তা সহজেই হস্তগত করতে পারে। হে রাম! মনের উপস্থিতিতে পুরুষ বিনষ্ট হয়, মনের নাশে পুরুষের উত্তরণ হয়। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের সঠিক তারিখ কোনটা ছিল ?

ড.জয়ন্ত চৌধুরী

সেদিন ব্রিটিশ গোয়েন্দা কুলের অন্দরমহলে ঘটে গিয়েছিল তীব্র আলোড়ন। এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাসভবনের ওপর নজরদারির দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন শিফটের শতাধিক সিআইডি কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ঘটেছিল আরো অনেক ঘটনা। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে কর্পূরের মত উবে যাওয়া সুভাষচন্দ্রের ছদ্মবেশে ছদ্মনামে গৃহত্যাগ এবং দেশত্যাগের ঘটনায় ব্রিটিশের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গর্বে আঘাত হেনেছিলেন সুভাষচন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত নিভৃত সহযোদ্ধারা। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সময়কার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা নথিপত্র যে গুলির অধিকাংশ গোপন রাখা হয়েছিল এক সময় সেগুলি প্রকাশ্যে আনা হল না প্রথম নেতাজি ফাইল প্রকাশের অনুষ্ঠানে। সুভাষচন্দ্রের সেদিনের দেশত্যাগের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতসঙ্গীরা যে তথ্য সংশ্লিষ্ট নানা স্তরের মানুষের নিরাপত্তার কারণে সেদিন গোপন করেছিলেন আজও গুরুত্বপূর্ণ মহনিষ্ক্রমণের গোয়েন্দা নথিপত্র দেশবাসী ও গবেষকদের থেকে আলাদা রেখে গোপনেই ধামাচাপা দেওয়া হল। তবে এ গোপনীয়তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন ব্যক্তি বা প্রভাবশালী দাবিদারদের মিথ্যা মহিমার প্রতারণাকে দেশবাসীর কাছ থেকে আড়াল করতে ১৯৪১–এর বেঙ্গল পুলিশের বেশকিছু প্রাসঙ্গিক নেতাজি ফাইল, যেগুলির অস্তিত্ব কিছু বছর আগেও ছিল বলে জানা যায়, দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রকাশিত ৬৪টি নেতাজি ফাইলের তালিকায় সেগুলি স্থান পায়নি।

১৯৪১–এর জানুয়ারিতে সেই দুনিয়া কাঁপানো ঘটনার দিনটি সঠিক কবে ছিল সে সম্পর্কে নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত খোসলা কমিশনে শপথ নিয়ে বলা তিনজন সাক্ষীর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ।

১) প্রদীপ চন্দ্র বসু (নেতাজির ভাইপো) নেতাজির সেজদাদা সুরেশ চন্দ্র বসু এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবনের তিনতলায় সপরিবারে থাকতেন। প্রদীপ চন্দ্র বসু ছিলেন

সুরেশচন্দ্র বসুর পুত্র। খোসলে কমিশনে সাক্ষ্য দানকালে (তারিখ ৯/৪/১৯৭৩) জানান– 'তার বড় ভাই অরবিন্দ বসু, নেতাজি যখন তার কক্ষে নির্জনে বসবাস করছেন সেই সময় সে একমাত্র প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতেন। পরিকল্পনা ছিল তিনি যতক্ষণ না তিনি গৃহত্যাগ করছেন ততক্ষণ যেন গোপন রাখা হয় এবং বলা হয় কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। অরবিন্দ বসু তাকে জানিয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি রাতে নেতাজি গৃহত্যাগ করেন এবং ২৬ জানুয়ারি গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হবার ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, প্রদীপবাবুর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে উঠে ছিল। তিনিও আলোচনা প্রসঙ্গে এই ১২ তারিখটিই বলেছিলেন।

২) সুভাষ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দানকালে (২৮ আগষ্ট ১৯৭২ সালে) জানিয়েছিলেন সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ ১২ জানুয়ারি।

৩) খোশলা কমিশনে বিপ্লবী সুনীল দাস (সাক্ষ্যদানের তারিখ ৬/৯/১৯৭২) জানিয়েছিলেন অনিল যায় ও লীলা রায় এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন ১২ জানুয়ারি। উল্লেখ্য সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই বিবৃতির তলায় স্বাক্ষরের তারিখটি ছিল ১২ জানুয়ারি ১৯৪১।

নেতাজির জীবনে শনিবার দিনটি তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র শুধু শনিবারের জাতক হিসাবেই নয়, ১২ জানুয়ারি তারিখটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনও বটে।

নেতাজি ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সংসদ শশাঙ্ক শেখর সান্যাল লোকসভায় ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে জানিয়েছিলেন যে নেতাজির অনুমতি ছাড়া তিনি অন্তর্ধানের সবকিছু প্রকাশ করবেন না। ৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল। নেতাজি নিরুদ্দেশ হন ১৩ জানুয়ারি ভোরে।

উত্তম চাঁদ মালহোত্রা ১৯৪৬ সালে লিখেছিলেন –বোস বাবু জিয়াউদ্দিন ছদ্মবেশে কাবুলে তার বাড়িতে ৪৭ দিন আত্মগোপন করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে জার্মানির বার্লিন যাবার আগে। এই সময় বোসবাবু তাকে জানিয়েছিলেন ১৯৪১ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি কলকাতা ছেড়ে ছিলেন। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কবে কখন কিভাবে তিনি বেরিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র না জানালেও কলকাতা ত্যাগের তারিখ জানিয়েছিলেন উত্তমচাঁদকে। বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কলকাতায় তিনি দুদিন আত্মগোপন করেছিলেন সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। উল্লেখ্য বিপ্লবীদের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, ভবানীপুরের পদ্মপুকুর রোডের অধুনা লুপ্ত একটি ছোট শিখ কলোনির পাশে অবস্থিত ছত্তার সিংয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং এক নবাবের রোলস রয়েস গাড়িতে বোরখার আড়ালে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যান সুভাষ, ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী নিরঞ্জন সিং তালিবের সহায়তায়। সে এক অন্য ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপ্রয়াণের দেড় মাস আগে রচিত বদনাম গল্পে সুভাষ চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত বিপ্লবী অনিল। গল্পের সেই বিপ্লবী অনিলের পলায়ণের খবর প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে আসবে ১৫ দিন পরে। অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি রাতে বা ১৩ জানুয়ারি ভোর রাতে। বাস্তবের বিপ্লবী অনিল, সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের দিনক্ষণের বার্তা স্পষ্ট। ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে সুভাষ চন্দ্রের পরিকল্পনা মত ২৭ জানুয়ারি প্রচার করে দেওয়া হয় সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা।

কয়েক দশক পড়ে সুভাষ চন্দ্রের আরেক ভাইপো মেজদা শরৎ বসুর পুত্র শিশির বসু যিনি কিন্তু এলগিন রোডের বাড়িতে থাকতেন না, থাকতেন নিকটস্থ উডবার্ন পার্কের বাড়িতে কয়েক দশক পড়ে প্রথমে জানান ১৮ জানুয়ারি পরে প্রচার করেন ১৬–১৭ তারিখ সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। এরপর ১৭ জানুয়ারির মধ্যরাতে শিশির বসুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার গল্প পল্লবিত হয় শরৎ বসুর পরিবারে এবং তার প্রচার চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। যদিও শরৎ বসুর জীবিতকালে শরৎ বসুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার গল্প কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য পরিসংখ্যানের দিক থেকে স্পষ্ট ১৬–১৭ জানুয়ারি নয়, সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়ি অতি গোপনে ত্যাগ করেছিলেন ১২–১৩ জানুয়ারি।

কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ: ভোটের নিলামে পণ্য ধর্ষিতা

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার দ্বাদশ কিস্তি...

'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।'

মাত্র তিনটি শব্দ। একটি তো বাক্য। এক্কেবারে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের মতো বিশুদ্ধ একটা ইংরেজি প্রবাদ বলা যেতেই পারে এটিকে। ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি। তবু এদেশের বহু নিরক্ষর নাগরিক এই ইংরেজি প্রবাদটিতে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। মর্মার্থটা পুরোপুরি বুঝেই। শুধুই কি নিরক্ষর আমজনতা? মোটেও না। সমগ্র দেশের ৮ থেকে ৮০–র সবার মুখে মুখে রাগত ধিক্কারে একটাই স্লোগান, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। এই কলতান এখানেই থেমে থাকেনি। এমনটা হোক কলরবে মুখরিত হয়েছে প্রতিটি মহাদেশের সঙ্গে বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেও। এ হেন বিশ্ব বাসিন্দার কণ্ঠ সিন্ধু সুনামির কেন্দ্রীভূত বিন্দু একটি জায়গা থেকেই উৎসারিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এক অতি তস্য ছাপোষা মাঝবয়সী দম্পতির হৃদয় নিংড়ানো আর্তনাদের তিল তিল নিনাদের জঠর থেকে। এই স্বামী স্ত্রী একযোগে আপোষহীন স্বরে বলেছিলেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। উই ওয়ান্ট জাস্টিস'... এখনও সুযোগ পেলেই বলে চলেছেন তাঁরা, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। এর অনুররণে তামাম পৃথিবী উদ্বেলিত হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তুমুল জোয়ারের মতো। অথচ কি অদ্ভুত ভাবেই না নিরুত্তাপ থেকে গেল এখানকার রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল শাসক দল। এখন তো স্যোশাল মিডিয়া ছয়লাপ একটি স্লোগানে, রাষ্ট্র চায়নি, তাই মেয়েটি বিচার পায়নি। স্লোগানের ব্যাকগ্রাউন্ডে রক্তমাখা স্টেথোস্কোপের ছবি। এরপরেও কি মনে করিয়ে দিতে হবে ওই দম্পতি আদতে কারা? উনারা যে এক ফুটফুটে সৎ খুন হওয়া ধর্ষিতা নারী চিকিৎসকের হতভাগ্য মা ও বাবা। যাঁদের অন্তঃকরণেই প্রতিটি ক্ষণসত্ত্বায় আজও প্রবল প্রলয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে অহরহ কবিগুরুর লেখা সেই ঐতিহাসিক আক্ষেপ, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমাদের একপেষে বঙ্গজ অস্মিতার নির্লজ্জ তোষামোদির পাষাণতলে।

সেই অলুক্ষণে অভিশপ্ত দিনটি হল ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট। সময়টা সম্ভবত ভোর রাতের আশেপাশে। ঘটনাস্থলের সেন্টার ফর গ্র্যাভিটি হল কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত কাশীপুর–বেলগাছিয়া বিধানসভা আসন অন্তর্গত আরজিকর হাসপাতালের চারতলায় অবস্থিত চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষ। কি হয়েছিল? তাও কি বলে দিতে হবে? বলার প্রয়োজন অবশ্যই হবে না। কারণ উৎকণ্ঠিত বিশ্ববাসী ইতিমধ্যে সবই জানেন ও বোঝেন। তবু এই লেখ্য ভূমে আলোচনার স্বার্থে আরও একবার না সংক্ষেপে স্মরণ করি। কারণ সামনেই বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হবে এ রাজ্যে। নিশ্চয়ই সংবিধান মেনে নির্বাচন কমিশন কলকাতা উত্তর লোকসভা এলাকার কাশীপুর– বেলগাছিয়া আসনেও একই সময়ে একই রকমে ভোট অনুষ্ঠিত করবেই করবে। আবার যেখানে এই ইস্যুতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইয়ের ডাক পেয়েছিলেন বর্তমানের তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষ। সুতরাং বিধায়ক মহাশয়ের তথাকথিত উন্নয়ণের ডঙ্কা জমানায় অনেকের অপছন্দ হলেও এই মুহূর্তে যে এ হেন নারকীয় ঘটনা অবধারিত ভাবেই 'স্মরণে আসে মোরে... নয়ণে বারি ঝরে।'

এক যুবতী চিকিৎসক কর্মরত অবস্থায় ধর্ষিতা শুধু হননি সেই দিনে, একইসঙ্গে খুনও হয়েছিলেন। সেই কবি ঠাকুরের ভাষা। কারণ নিজস্ব ভাষা এখানে নিথর। কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। হয়তো মৃত্যুর আগে ওই অবিবাহিতা চিকিৎসক শেষতম অস্ফূট স্বগোক্তি করেছিলেন ব্রুটাসীয় হতাশায় সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে, লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে। ওই মৃতা ধর্ষিতা চিকিৎসক হয়ে উঠেছিলেন অচিরেই তিলোত্তমা নগরীর 'অভয়া'।

প্রতিবাদে মধ্যরাতে লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধবনিতার মিছিল রাতের পর রাত। বিচার চেয়ে গান রচনা হল, আর কবে আর কবে আর কবে। অভয়ার মা বাবা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলে বললেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির আড়ল করতে আমাদের মেয়ের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জেনে বুঝে প্রশ্রয় দিয়েছেন অপরাধীদের। আমাদের আর্থিক ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। শাসক তৃণমূলের বিপক্ষে আমজনতার ক্ষোভ দিকে দিকে এমন পর্যায়ে গণ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল তখন যে, ১৩ বছরের শাসনামলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রথম কোনও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ফেস টু ফেস একেবারে গ্রাউন্ড লেবেলে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শাসকের প্রশ্রয়ে ধর্ষণ কেচ্ছার অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র যদি ধর্ষণ কাণ্ডে বিদ্ধ হয়ে থাকে, তো কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় আসনটাইবা কেন তৃণমূলী যৌন লালসার অভিযোগে পিছিয়ে থাকে? নারী নিরাপত্তা হীনতা যে এইসব এলাকায় অন্যতম ভোট ইস্যু হতে চলেছে তা গত ডিসেম্বরের শেষ স্পেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং। কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'নারী লাঞ্ছনা এখানে আতঙ্কের চর্চা বিন্দু। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন যাতে নারীরা সন্ধ্যা ৭ টার পর ঘরের বা হোস্টেলের বাইরে না বের হোন। আমরা কি মোঘল আমলে বাস করছি? নারীদের দিনরাত নিরাপত্তা দেওয়া একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব। আরজিকর হাসপাতাল মামলা, সাউথ ক্যালকাটা ল"কলেজ মামলার মতো একাধিক নারী নিগ্রহে রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন।'

উল্লেখ্য, কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত কসবা বিধানসভার ভিতরে রয়েছে সাউথ ক্যালকাটা ল"কলেজ। আইন বিভাগের পড়ুয়া এক ছাত্রীর অভিযোগ, গত ২৫ জুন রাতে প্রথমে কলেজের ইউনিয়ন রুমে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় রক্ষীর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে। এমনকি তাঁকে হকিস্টিক দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। কলেজের গেট জবরদস্তি বন্ধ করিয়ে রক্ষীকে সেই সময়ে বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। কলেজ প্রাক্তনী তথা ধর্ষক যে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ তা নিয়ে সমালোচনার বন্যাও বয়ে গিয়েছিল তখন।

অনেকেই আবার আগ বাড়িয়ে টিপন্নীও কাটেন হাটে বাজারে এইসব ধর্ষণ কাণ্ডকে জড়িয়ে। তাঁদের মতে, এখানকার শাসকেরা হাথরাস বা উন্নাও প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করে গলার শিরা ফুলিয়ে বাজার গরম করতে সদা ব্যস্ত। কিন্তু নিজেদের কেন্দ্রে তাঁদের প্রশ্রয়কারীরা ধর্ষণে অভিযুক্ত হলে মনিপুর গুজরাটের উদাহরণ দেখানো হয় স্টিরিও টাইপ হুক্কাহুয়ায়। এটাই হল রাজ্য শাসকের, টেকেন ফর গ্র্যান্টেড মার্কা আত্মসন্তুষ্টি। এই তৃণমূলী জনপ্রতিনিধিদের মনে রাখা দরকার, স্থানীয় ভোটদাতারা কিন্তু উন্নাও, হাথরাস বা মনিপুর, গুজরাটের কোনও বুথে গিয়ে ভোট দেন না। ইভিএমের বোতাম টিপতে তাঁরা বাস্তবে গিয়ে অপেক্ষা করেন এলাকার ভোটের লাইনে, বলে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন সমালোচকেরা।

২০০৯ সালে কলকাতা উত্তর–পশ্চিম কেন্দ্রটির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে নামকরণ করা হয়েছিল কলকাতা উত্তর লোকসভা ক্ষেত্র। সেই বছর থেকে শুরু করে তারপর ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও এখানে তৃণমূলের সবুজ আবীর মাখানোর পরম্পরাটা ছিল যেন ছিল একতরফা খুশির অধিকার। এমনকি দলটি গঠন করার পরপরই এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল চওড়া হাসি হেসেছিল ১৯৯৮ সালে। ২০২৪ সালের লোকসভা যুদ্ধে এখানে মোট ভোটার ছিল ১৫,০৫,৩৫৬ জন। ৯২,৫৬০টি ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির থেকে বেশি পায় তৃণমূল। ৪৭.৪৪% বা ৪,৫৪,৬৯৬ জন এলাকাবাসী নিজস্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন টিএমসির জন্য। বিজেপির প্রাপ্তির ছিল সেক্ষেত্রে ৩,৬২,১৩৬ বা ৩৭.৭৮% ভোট।

স্থানীয় এই লোকসভার মধ্যে রয়ে গেছে ৭ টি বিধানসভা ক্ষেত্র। সেগুলো হল চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা এবং কাশীপুর–বেলগাছিয়া। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সবগুলোতেই জিতে যায় তৃণমূল।

এ হেন জিতের ব্যবধান ছিল পর্যায়ক্রমে ৪৫,৩৪৪, ৫৮,২৫৭, ৬৭,১৪০, ১২,৭৪৩, ২২৫২০, ২০,২৩৮, ৩৫,৩৯০ সংখ্যক ভোট।

গতবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফ্লেবার কিন্তু এবার এখানে পুরোপুরি উধাও। তৃণমূলের থিঙ্কট্যাঙ্ক ভেবেই নিয়েছে, আগত নির্বাচনেও তারা একটি আসন হারানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই। কিন্তু বিজেপির নয়া সমীকরণ হল, এখান থেকে কমসে কম ৪টি বিধায়ক নির্বাচিত করে আনতেই হবে। দুই পক্ষের আশায় অবশ্য বাদ সেধেছে আনপ্রেডিক্টেবল জনতা জনার্দন। কোনদিকে যে অবশেষে তাঁরা ঝুঁকবেন তার গ্যারান্টি কেই বা দিতে পারেন এই মুহূর্তে?

অন্যদিকে কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রটি বরাবরই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনে আজকের বিজেপি তথা তদানীন্তন জনসঙ্ঘের হয়ে জয় পেয়েছিলেন গেরুয়া শিবিরের তৎকালীন প্রাণপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আবার রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আসন থেকে টানা ৬ বার সাংসদ হোন কখনও কংগ্রেসের হয়ে কখনও বা তৃণমূলের পক্ষে। এছাড়া এটি রাজ্যের মধ্যে একটি মাত্র লোকসভা ক্ষেত্র যেখানে তৃণমূল আজ পর্যন্ত একবারও পরাজিত হয়নি। অর্থাৎ ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ২০১১ সালের উপনির্বাচনে টিএমসির বিজয় পতাকা অব্যাহত রয়েই গেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এখানকার মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮,৪৯,৫২০ জন। এর মধ্যে তৃণমূল প্রার্থী ৬,১৫,২৭৪টি ভোট পেয়েছিলেন ৪৯.৪৮% জনসমর্থন হাসিল করে। পক্ষান্তরে বিজেপির প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন ৪,২৮,০৪৩ জন। যা শতাংশের হারে ৩৪.৪২%। সুতরাং পদ্মবাহিনী এখানে হেরে যায় ১,৮৭,২৩১টি ভোট কম পাওয়ায়।

সাম্প্রতিক এসআইআরের যে প্রাথমিক পর্যায়ে খসরা তালিকা প্রকাশ পেয়েছে তাতে স্থানীয় বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে ৪৪,৭৮৭ জন ভোটারের নাম ইতিমধ্যে বাদ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আসনে উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আরও চমকপ্রদ তথ্য হল, মুখ্যমন্ত্রীর ভোটদানের নিজস্ব বুথ মিত্র ইন্সটিটিউশন বা ২০৭ নম্বর বুথ থেকে ১২৭ জন ভোটদাতার নাম স্থান পায়নি উক্ত তালিকায়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ৭টি আসনেই (কসবা, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ) জিতে যায় তৃণমূল। এসবের জয়ের ফারাক সংখ্যানুক্রমে ৬৩,৬২২, ৩৭,৪২৮, ৫০,৮৮৪, ৬৮,৫৫৪, ২৮,৭১৯, ২১,৪১৪, ৭৫,৩৫৯ ভোটের।

এই ৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ইতিমধ্যেই চব্বিশের নির্বাচন ঘিরে ভবানীপুর আসনটি সবচেয়ে নজর কেড়েছে এখনও পর্যন্ত। কারণ একটাই। মুখ্যমন্ত্রী এখানকার সিটিং এমএলএ। তার উপর এই ভোট কেন্দ্রটি ঘিরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্য বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা শুভেন্দু অধিকারী লাগাতার হুংকার দিয়েই চলেছেন একেবারে রুটিন মেনে, ভবানীপুরে এবার আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবোই, যেমনটা গতবারে উনাকে নন্দীগ্রামে পরাজিত করেছিলাম। শুভেন্দুবাবুর এই চ্যালেঞ্জ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা তৃণমূলের দাবি, বিজেপি দিবাস্বপ্ন দেখছে ভবানীপুর প্রসঙ্গে, যা সত্যিই হাস্যকর।

একদিকে পদ্মশিবিরের হুংকার অপরপক্ষে জোড়াফুলের ফুৎকার। আর তো কয়েকটি মাস অপেক্ষা। তারপর কোন ফুল প্রস্ফুটিত হবে আর কোন পুষ্প ঝরে পড়বে, তা না হয় ভবানীপুরবাসীই নির্ধারণ করে দেবেন। সুতরাং এখন না হয় গণতান্ত্রিক অপেক্ষাটাই সবার কাম্য, কি বলেন?

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উৎসব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠিত হচ্ছে উৎসবমুখর দিনগুলিতে। ১৫ জানুয়ারি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে উৎসবের চতুর্থ দিন, ওয়ার্ড উৎসবের অনুষ্ঠান মঞ্চ আমতলা যুব সমিতির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। বিনামূল্যে এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এসে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্ত জানান, 'ওয়ার্ড উৎসবের চতুর্থ দিনে আমতলা যুব সমিতির প্রাঙ্গনে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

করা হয়েছে। ওয়ার্ডের অনেক বাসিন্দারা এই শিবিরে এসে তাদের চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন।'

শিল্পের দাবিতে রক্তদান

অভীক মিত্র : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবো– শিল্প বাঁচাও–কাজ বাঁচাও–বাংলা বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৬নং ইউনিট খুলতে হবে এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে দাবিতে ১৭ জানুয়ারি রক্তদান শিবির এবং মিছিল ও যুব সমাবেশের ডাক দিয়েছে ডিওয়াইএফআই। ১৭ জানুয়ারি সকাল আটটা থেকে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জাম্বুনি গেটের বাইরে রক্তদান শিবির করবে। দুপুর ১.৩০টা নাগাদ কচুজোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে জাম্বুনি গেটের কাছে শেষ হবে। তারপর শুরু হবে যুব সমাবেশ। যুব সমাবেশে ডিওয়াইএফআই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য,রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা,সভাপতি অয়নাংশু সরকার সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে ডিওয়াইএফআই সূত্রে জানা গিয়েছে। ডিওয়াইএফআই জেলা সভাপতি রুদ্রদেব বর্মন বলেন, রক্তদান শিবিরে ৭০ থেকে ৮০জন রক্তদাতা রক্তদান করবেন। কচুজোড় থেকে শুরু হওয়া মিছিলে ৩০০০ লোক হবে বলে আশা করছি। পোস্টারিং–র মাধ্যমে যুব সমাবেশের প্রচার শুরু করেছে দিয়েছে বলে ডিওয়াইএফআই সূত্রে জানা গিয়েছে।

শোভাযাত্রায় ঐক্যের ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য হাওড়ায় বিবেক সংহতি পদযাত্রায় মানুষের ঢল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ছিল ঐক্যের ছবি। রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে সোমবার ১২ই জানুয়ারি বিকেলে মধ্য হাওড়ায় বিবেক সংহতি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পদযাত্রায় ব্যাপক জনসমাগম হয়। এর আয়োজন করেছিল মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেস। এদিন হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। এরপর নতুন রাস্তা, দালালপুকুর, ঘোষপাড়া, নেতাজি সুভাষ রোড, মল্লিক ফটক হয়ে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। ওই পদযাত্রায় অংশ নেন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের বিবেক সংহতি পদযাত্রা আক্ষরিক অর্থেই ছিল বর্ণাঢ্য। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, স্বামীজীর আদর্শই আমাদের পথ। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এসআইআর শুনানিতে বেছে বেছে মানুষকে ডাকা হচ্ছে। ২০০২ সালের খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে এমন বহু মানুষকে ডাকা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। শুধুমাত্র ক্ষমতার জোরে এই কাজ করা হচ্ছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বিশিষ্ট ক্রিকেটার

লক্ষ্মীরতন শুক্লাকেও এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে অরূপ বাবু ওই মন্তব্য করেন। এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে মধ্য হাওড়ার তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ আরও নিবিড়ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই অরূপ রায়ের নির্দেশে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস বিবেক সংহতি পদযাত্রার আয়োজন করেছে।

ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া ভিডিও এন্ড স্টিল ফটোগ্রাফি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন–এর ১৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় সভাগৃহে। ১১ জানুয়ারি বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় সংগঠনের প্রায় দুই শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে, এই বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ফটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশনের সহ–সভাপতি তথা ঝাড়খন্ড ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বাপি ঘোষাল, রাজ্য সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি অভিজিৎ ব্যানার্জি এবং প্রতিবেদন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। নির্বাচিত হয় সংগঠনের নতুন কমিটি। সংগঠনের এবং সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে নতুন কমিটি কাজ করবেন বলে জানান তিনি। সভায় উপস্থিত হয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসাহিত করেন, জেলার বিশিষ্ট তরুণ তুর্কি সমাজসেবী তীর্থঙ্কর কুন্ডু।

সভার দ্বিতীয়ার্ধে ফটোগ্রাফার বন্ধুদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে, এবং কি করে আরো ব্যবসাকে উন্নত করা যায়, সেই

বাঁকুড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে সঞ্জীব বিষয়ী সহ প্রবীণ ফটোগ্রাফার সদস্যগণ।

পুনরায় নির্বাচিত সংগঠনের সম্পাদক রাজু শীট জানান, এই সভায় অ্যাসোসিয়েশনের বিগত বছরের কার্যবিবরণী, আর্থিক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন বাপি ঘোষাল। বাঁকুড়া ভিডিও এন্ড স্টিল ফটোগ্রাফিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বাঁকুড়া জেলার প্রবীণ ফটোগ্রাফারদের সম্মান জানানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর–পূর্বের মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন বছরের উপহার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য বড় সুখবর দিল ভারতীয় রেল। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হলো হাওড়া–গুয়াহাটি (কামাখ্যা) রুটে। এই অত্যাধুনিক উচ্চগতির ট্রেন পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর–পূর্ব ভারতের মধ্যে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে এবং বিমান ভাড়ার তুলনায় অনেক কম খরচে আরামদায়ক ভ্রমণের সুযোগ এনে দেবে।

বর্তমানে যেখানে এই রুটে অন্যান্য ট্রেনে যাত্রা করতে প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন সেই দূরত্ব পাড়ি দেবে মাত্র ১৪ ঘণ্টায়। ফলে যাত্রীদের সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রার নতুন দিগন্ত খুলবে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ট্রেনটির নকশা করা হয়েছে ১৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলার উপযোগী করে, যাতে দীর্ঘ দূরত্বে দ্রুত গমনাগমন সম্ভব হয় এবং একই সঙ্গে যাত্রীদের আরাম ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

এই স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে–

স্বয়ংক্রিয় স্লাইডিং দরজা, বাধা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম, কম্পনহীন যাত্রা, কোচগুলির মধ্যে নমনীয় গ্যাংওয়ে, আধুনিক সিসিটিভি নজরদারি এবং রিয়েল–টাইম যাত্রী তথ্য ও

ঘোষণা ব্যবস্থা।

যাত্রীদের আরামের কথা মাথায় রেখে কোচগুলিতে রয়েছে এরগোনমিক ডিজাইনের বার্থ, উন্নত আলো ও নান্দনিক অভ্যন্তরীণ সাজ, প্রশস্ত লাগেজ রাখার জায়গা, মোবাইল ও জল বোতল রাখার ব্যবস্থা, স্ন্যাক টেবিল ও ম্যাগাজিন হোল্ডার। উপরের বার্থে ওঠার জন্য বিশেষ হানিকম্ব ল্যাডার এবং সহায়ক সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিটি বার্থে রয়েছে রিডিং লাইট, ৩–পিন চার্জিং সকেট, ইউএসবি টাইপ এ ও সি পোর্ট। জরুরি পরিস্থিতিতে গার্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য থাকছে এমার্জেন্সি টক ব্যাক ইউনিট (ইটিবিউ) এবং যাত্রী অ্যালার্ম পুশ বাটন। এছাড়াও প্রত্যেকটি ট্রেনের জানালার কাঁচে থাকছে বিশেষ চমক। প্রত্যেকটি জানালার কাঁচই অতিবেগুনী রশ্মি প্রতিরোধ করতে সক্ষম(ইউভি রে প্রটেক্টেড)।

স্বাস্থ্যবিধির দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে রেল। কোচে থাকবে ভ্যাকুয়াম টয়লেট ব্যবস্থা, ভারতীয় ও পশ্চিমী উভয় ধরনের শৌচাগার, দুর্গন্ধমুক্ত ও কম জল ব্যবহারকারী প্রযুক্তি। প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ বার্থ ও শৌচাগার, শিশুদের জন্য বেবি সিটার সুবিধাও রাখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির এসি কোচে থাকছে গরম জলের শাওয়ার, যা দীর্ঘ রাতের যাত্রায় বাড়তি স্বস্তি দেবে। যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রতিটি ট্রেনে থাকবে মিনি প্যান্ট্রি, যেখানে থাকবে বয়লার, কুলার, হট কেস, ফ্রিজ এবং বোতল চূর্ণকারী যন্ত্র।

নিরাপত্তার দিক থেকেও এই ট্রেন অত্যাধুনিক। রয়েছে ট্রেন কলিশন অ্যাভয়ডেন্স সিস্টেম (টিসিএএস), অগ্নি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, অগ্নিরোধী দরজা, রিয়েল–টাইম সিসিটিভি মনিটরিং এবং আন্তর্জাতিক ইএন১৫২২৭ ক্র্যাশ সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নির্মাণ।

এছাড়াও, কোচ মনিটরিংয়ের জন্য সেন্ট্রালাইজড কোচ মনিটরিং সিস্টেম (সিসিএমএস), চালকদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিন, শব্দনিরোধক ব্যবস্থা, এবং ওয়াই–ফাই সুবিধাও থাকবে।

রেল আধিকারিকদের মতে, এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হলে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর–পূর্ব ভারতের মধ্যে যোগাযোগ আরও মজবুত হবে, পর্যটন ও ব্যবসা বাণিজ্যে গতি আসবে এবং যাত্রীদের জন্য খুলবে এক নতুন, আধুনিক ও আরামদায়ক রেলযাত্রার যুগ।

জয়দেব–কেঁদুলি মেলায় মেতে উঠলো বীরভূম

বিশাল দাস : জয়দেব–কেঁদুলি মেলা বীরভূমের প্রাণভরে মেলা হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর, এই মেলা সাংস্কৃতিক রীতি, ঐতিহ্য এবং লোকশিল্পের এক অপূর্ব সমাহার উপস্থাপন করে। এই মেলার মাধ্যমে, বীরভূম জেলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ এবং ভালোবাসা তৈরি হয়। মেলার সঞ্চালকরা জানান, 'আমরা বিশ্বাস করি, এই মেলা শুধু একটি সামাজিক উৎসব নয়, বরং একটি সংস্কৃতিক চর্চা যেখানে মানুষ নিজেদের অতীত, ঐতিহ্য এবং কালচারাল রুটের সঙ্গে

সংযুক্ত হয়। এটি একটি জীবন্ত সাক্ষী আমাদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার।'

এ বছর, জয়দেব–কেঁদুলি মেলা শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক উৎসব হয়ে থাকেনি, বরং এটি মানুষের মধ্যে এক অনন্য ধরনের সংযোগ তৈরি করেছে। মেলায় আসা হাজার হাজার দর্শক আনন্দের সাগরে ভেসে গেছেন, যেখানে তারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মেলায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার এক অভূতপূর্ব মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছেন। এবারের মেলা প্রমাণ করেছে, যেখানে সংস্কৃতি এবং আনন্দ একসাথে মিলিত হয়, সেখানেই সৃষ্টি হয় একটি সুন্দর, প্রাণবন্ত পৃথিবী।

জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশনের স্বামীজি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাওয়ালি জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশন ও উত্তরালি রায় চক্রবর্তীর পাড়ার গ্রামবাসীবৃন্দের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪ তম জন্মদিবস উদযাপন ও জাতীয় যুব দিবস উদযাপিত হল ১২ জানুয়ারি। ঐদিন সকালে ভারতের জাতীয় পতাকা ও জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রী সারদামা এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। তারপর শুরু হয় সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা স্বর্গীয় গোরাচাঁদ প্রামানিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। দুপুরে ছিল ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা। বিষয় ছিল মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। এরপর বিকেলে ছিল যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রচুর মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ে। জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশনের

পক্ষে স্বপন মান্না জানান, সংগঠন প্রতিবছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম উৎসব ও জাতীয় যুব দিবস পালন করে থাকে। পাশাপাশি নেতাজি জন্ম উৎসব প্রজাতন্ত্র দিবস রবীন্দ্র জন্মোৎসব ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম দিবস ভারতের স্বাধীনতা দিবস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দিবস মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস এবং স্থানীয় দুস্থ মানুষদের বিপদে সাহায্য করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

চলছে ১৭তম আদিবাসী যুব বিনিময় অনুষ্ঠান

সুমন সরদার : কলকাতার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সে ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৭তম ট্রাইবাল ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৫ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিমাল এন্ড ফিসারি সায়েন্সের অধ্যাপক শুভাশিষ বোটব্যাল, উপধিকর্তা ড. কেশব চন্দ্র ধারা, মেরা যুবা ভারত কলকাতা উত্তরের–এর নির্দেশক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ ও মাই ভারতের ইন্দ্রজিৎ কুমার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, টি কে দত্ত ও রেজিস্টারার অধ্যাপক পার্থ দাস সহ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী ভূপালানন্দ। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার–এর অধীন মেরা যুবা ভারত পশ্চিমবঙ্গ এবং মেরা যুবা ভারত কলকাতা নর্থের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। কর্মসূচিটি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই কর্মসূচিতে ছত্তিশগড়ের কানকার ও দান্তেওয়াড়া,

মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি, ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম এবং ওড়িশার কান্ধমাল ও মালকানগিরি জেলা থেকে আগত মোট ২০০ জন আদিবাসী যুবক–যুবতী অংশগ্রহণ করছেন। তাঁদের সঙ্গে বিএসএফ, আইটিবিপি ও সিআরপিএফ–এর ২০ জন এসকর্ট অফিসার উপস্থিত রয়েছেন।

বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হচ্ছে। কর্মসূচি চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় সংহতি, দেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভারতীয় নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আদিবাসী যুবসমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, নারী ক্ষমতায়ণ এবং জাতি গঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া শিক্ষামূলক ভ্রমণ, রাজভবন পরিদর্শন এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ আদিবাসী যুবসমাজকে সমাজের মূলধারার সঙ্গে সংযুক্ত করছে এবং ভবিষ্যতে জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালনে তাঁদের অনুপ্রাণিত করছে এমনটাই জানালেন মেরা যুব ভারত পশ্চিমবঙ্গের নির্দেশক অশোক সাহা।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

বোলপুরে খাদি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুরের ঐতিহ্যবাহী ডাকবাংলো মাঠে ১১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল খাদি মেলা। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ও দূর–দুরান্ত থেকে আসা মানুষের ব্যাপক উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে মেলার উদ্বোধনী দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলাশাসক ধবল জৈন সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক।

এই খাদি মেলার মাধ্যমে বীরভূম জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার খাদি শিল্প, হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগর ও শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব তৈরি পণ্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলা এবং স্থানীয় উৎপাদন ও শিল্পকে আরও উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের আশা, এই মেলা জেলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে নতুন দিশা দেখাবে এবং বহু মানুষের রোজগারের পথ প্রশস্ত করবে।

মেলা প্রাঙ্গণে ইতিমধ্যেই বসেছে একাধিক স্টল। সেখানে বিভিন্ন ধরনের খাদি পোশাক, নানাবিধ হস্তশিল্পের সামগ্রী, গ্রামীণ শিল্পের পণ্য ও স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী

জিনিসপত্র প্রদর্শন ও বিক্রি হচ্ছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই সাধারণ মানুষের ভালো ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন ধরে এই মেলা চলবে। পাশাপাশি মেলার সময়কালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা ধরনের আকর্ষণীয় আয়োজন থাকছে, যা দর্শনার্থীদের আরও বেশি আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুরু হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান

সৃজিতা মালিক : ১২ই জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সামালীর বিবেক নিকেতনে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪ তম জন্মদিবস উদযাপনের মাধ্যমে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৬২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব শুরু হল। চলবে আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের জন্ম দিবস স্মরণ অনুষ্ঠান পর্যন্ত। ১২ জানুয়ারি সকালে মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ–রামকৃষ্ণ–সারদা মায়ের পূজার্চনার মাধ্যমে মাধ্যমিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর মূল মঞ্চে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করে স্বদেশ ব্যান্ড। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে তথ্যসমৃদ্ধ সুন্দর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বজ বজ দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুজান ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, বিশিষ্ট অভিনেতা সৌমাল্য দত্ত, জেলা পরিষদের প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার তরুণ রায় প্রমুখ। ভক্তিমূলক

সংগীত পরিবেশন করেন মণি মোহন কয়াল এবং মানসী ঘোষ। তাদের ভক্তিমূলক সংগীত সকলের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। সমিতির অনাথ শিশুরা ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করে। এরপর সুন্দর পরিবেশে সাবলীল কণ্ঠে অন্তর থেকে গীতা পাঠ করেন গৌতম ব্যানার্জি। তার গীতা পাঠ সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ তার বক্তব্যে বলেন, স্বামীজীর জীবন ও আদর্শকে সামনে রেখেই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। সমিতির প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর দেখানো পথেই সমিতি এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে একটি ভক্তিমূলক গানের আসর এবং গীতা পাঠের আসর বৃহত্তর ভাবে করা হবে বলে জানান সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। শেষে ছিল সকলের জন্য খিচুড়ি ভোগ। যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বামীজীর জন্ম দিবস উদযাপনটি সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুনাল মালিক।

উধাও ঢেঁকি, মেশিনের চালগুঁড়োতেই ভরসা রাখছে গ্রামবাংলা

দেবাশিস রায় : কথায় আছে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'..। কিন্তু গ্রামবাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য সেই ঢেঁকিই এখন কার্যত উধাও। ফলে, স্বাস্থ্যকর ঢেঁকিছাঁটা চাল কিংবা ঢেঁকিতে তৈরি চালগুঁড়ো এখন একপ্রকার দুর্লভের তালিকায়। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই একই পরিস্থিতি। এদিকে, খাদ্যরসিক বাঙালির শীতকালে রসনাতৃপ্তির জন্য একটুআধটু পিঠেপুলির সঙ্গে নলেন গুড়ের পায়েস না হলে যে আর চলে না! বিশেষ করে পৌষসংক্রান্তির আগেপরে কয়েকদিন ধরে গ্রামবাংলায় উৎসবের আবহে পিঠেপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। ছাপোষা বাঙালি পরিবারগুলোতে এসময় পিঠেপুলি খাওয়াটা একরকম ঐতিহ্যরূপে গণ্য করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় জমজমাটভাবে 'পিঠেপুলি উৎসব' আয়োজন করতেও উদ্যোক্তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে, যেমনই পিঠে হোক না কেন; পিঠেপুলির জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে উপকরণটি প্রয়োজন তা হল চালগুঁড়ো। ভাপাপিঠে, আসকেপিঠে, সরাপিঠে, ধুকিপিঠে, সরুচাকুলি, পাটিসাপটা, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, চুষি, মালপোয়াযাই হোক না কেন চালগুঁড়ো লাগবেই। তারপর নলেনগুড়, দুধ, ক্ষীর, সন্দেশ সেসব তো আছেই। একসময় গ্রামবাংলায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঢেঁকি থাকত। সেই ঢেঁকিতেই পাড় দিয়ে সেদ্ধ চাল কুটে চালগুঁড়ো তৈরি করতেন মা–ঠাকুমায়েরা। এমনকি, প্রয়োজনে প্রতিবেশি মহিলারাও ঢেঁকিতলায় এসে জুটতেন। শীতকালে প্রায়দিনই বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি ঢেঁকির 'ঢ্যা–কুচ–কুচ–ঢ্যা–কুচ–কুচ' শব্দে মুখরিত হয়ে উঠত। সেইসঙ্গে গৃহস্থ মহিলারা তাদের বাঁধাগতে চলা সাংসারিক জীবনের সুখদুঃখের নানান কথা ক্ষণিকের জন্য একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ায় নেশায় মেতে উঠত। প্রতিটি বাড়ির মহিলামহলে এযেন এক অনাবিল সুখানুভূতি ছিল। কিন্তু, কালের স্রোতে সেই সুখ বেমালুম উধাও। গ্রামবাংলায় ঘরে ঘরে ঢেঁকি বিদায় নিয়েছে অনেকদিনই হয়ে গেল।

প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও গৃহস্থবাড়িতে ঢুঁ মেরে যদি কোনও ঢেঁকির দেখা মেলে তাহলে সেটাই হবে একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু। তবে, পশ্চিমবঙ্গে ঢেঁকি বিরলতম হলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে এখনও প্রায় বাড়িতেই ঢেঁকির চল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গে ঢেঁকির চল ফুরোলেও পিঠেপুলি কিংবা অন্য প্রয়োজনে বাসিন্দারা মেশিনে তৈরি মিহি চালগুঁড়োর ওপরেই ভরসা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মিহি চালগুঁড়ো তৈরি করার পর সেসব প্যাকেটবন্দি অবস্থায় দোকানে দোকানে পৌঁছে যাচ্ছে। কোনও কোনও বাড়িতে মহিলাদের মিক্সিতেও চালগুঁড়ো তৈরি করে নিতে দেখা যাচ্ছে। তবে, এরই পাশাপাশি অনলাইন মার্কেটিংয়ের বাড়বাড়ন্ত হওয়ায় অনেক জায়গায় বাড়িতে পিঠপুলি তৈরির পাটটাও উঠে গিয়েছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এখন এই অনলাইন মার্কেটিংয়ের থাবায় পড়ে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে চিরাচরিত পিঠেপুলি তৈরির পার্বণের একপ্রকার কোণঠাসা অবস্থা। স্মার্টফোনের মাধ্যমে অনলাইন একাধিক সাইটে ঢুকে পছন্দমতো পিঠেপুলি অর্ডার করলেই আপনার দায়িত্ব শেষ। তারপর ক্ষণিকের অপেক্ষার পর ডেলিভারি পার্সন আপনার দরজায় পিঠেপুলি নিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছেন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এভাবেই হয়তো পিঠেপুলির পার্বণ উদযাপনে গা ভাসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু, তাতে বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্যের ধারা বহনে যে অনেকখানিই ফাঁক থেকে যায়। সময় যত গড়িয়ে যাবে আধুনিকতার নাগপাশে আবদ্ধ সমাজব্যবস্থা থেকে একসময় এরকমই নানাবিধ ঐতিহ্য চিরতরে হারিয়ে যাবে। সেদিন আর খুব দূরে নেই যখন বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই কাঠের তৈরি ঢেঁকির ঠাঁই হবে কোনও জাদুঘরে এবং নবীন প্রজন্ম বিপুল উৎসাহের সঙ্গে স্মার্টফোনে ঢেঁকির সঙ্গে ছবি তুলে সোস্যাল সাইটে সেলফি পোস্ট করবে।

মহানগরে

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৭ সালের জনগণনা বা আদমশুমারির প্রথম পর্বের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলো কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। দুটি পর্বে হবে এই জনগণনা। ৭ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। প্রথম পর্ব শুরু হবে চলতি ২০২৬ সালের পয়লা এপ্রিল। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই পর্যায়ে প্রতিটি বাড়ির সংখ্যা গণনা বা গৃহ তালিকাভুক্তকরণ করা হবে। দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা নির্দিষ্ট ৩০ দিনের সময়কালে প্রথম পর্যায়ে এই কাজ হবে। তবে কোন এক মাসে ওই কাজ হবে, তা সেই নির্দেশিকা জারি করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। সূত্রের খবর এ রাজ্যে চলতি বছরের জুলাই মাসে নির্দেশিকা জারি হবে। গত ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই খাতে ১১,৭১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে প্রথম পর্বে কেউ চাইলে নিজের তথ্য

নিজেই অনলাইনে পূরণ করে দিতে পারবেন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের প্রতিটি বাড়ির মূল জনসংখ্যা গণনা করা হবে। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বাড়িবাড়ি যাবে জনগণনা কর্মীরা। তাঁরা প্রতিটি বাড়িতে কতজন লোক বসবাস করেন, তাঁদের বয়স, জন্মতারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ভাষা প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করবেন। এবারের সেনসাস হবে দেশের প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে (জিও–ট্যাগিং)। যেখানে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস উভয় সংস্করণের জন্য উপলব্ধ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। আদমশুমারির কাজে প্রায় ৩৫ লক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হবে। এজন্য নিজনিজ রাজ্যের মূলত সরকারি, সরকারপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাদের গণনাকারী হিসাবে নিয়োগ করা হবে।

ফেব্রুয়ারিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি ২০২৬ সালের আগামী ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার প্রথম ভাষার পরীক্ষা দিয়ে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এবারের পরীক্ষা সূচিতে বলা হয়েছে, ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার প্রথম ভাষার পরীক্ষা। ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা। ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি কোনও পরীক্ষা নেই। ৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ইতিহাস। ৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার ভূগোল। ৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার অঙ্ক। ১০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পদার্থবিজ্ঞান। ১১ ফেব্রুয়ারি বুধবার জীবনবিজ্ঞান এবং ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা। পর্ষদ আরও জানিয়েছে, প্রতিদিন সকাল পৌনে ১১টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। প্রথম ১৫ মিনিট অর্থাৎ ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ভালো করে পড়া ও ১০টা ৫৫ মিনিট থেকে পর্ষদ থেকে দেওয়া উত্তরপত্রে মার্জিন টানা সঙ্গে উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অ্যাডমিট কার্ডে থাকা রোল নম্বর ও নং, বিষয়, ভাষা ইত্যাদি লিখতে হবে। আর সকাল ১১টা থেকে উত্তরপত্রে ধীরেধীরে মূল উত্তর লেখা শুরু করতে হবে। উত্তর লেখা চলবে দুপুর ২টো পর্যন্ত। সবই ঘন্টা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আগামী ২০ জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে দেওয়া শুরু হবে। ওই দিনই বা পরের দিন ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে। আর মাধ্যমিক পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আগেই পরীক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার দিনে এই দু'টিই নিয়ে যেতে হবে।

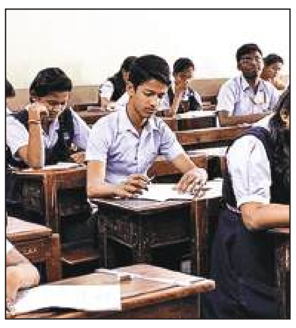

অন্যদিকে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের(২০২৬) উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত তথা চতুর্থ সেমিস্টারের লিখিত পরীক্ষা। শেষ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার। ১২ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ সেমিস্টারের মোট ৪০ নম্বরের পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। দু'ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা দুপুর ১২টায় শেষ হবে। একই সঙ্গে এই দিন দুপুর ১টা থেকে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা শুরু হবে। ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের এই মাল্টি চয়েস কোশ্চেনে'র লিখিত পরীক্ষা দুপুর সওয়া দু'টোতে শেষ হবে। আবার একই সঙ্গে পুরনো পাঠ্যক্রমের দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এই দিনই ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে দুপুর সওয়া ১টা পর্যন্ত মোট ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিটের লিখিত পরীক্ষা চলবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শুরুর তিন দিন আগে থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে লাউড স্পিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা জেরক্স সেন্টার গুলি বন্ধ রাখতে হবে। এই নির্দেশও জারি করেছে। তবে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষায় না বসা পরীক্ষার্থীরা সরাসরি চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষায় বসতে পারবে। ওদের তৃতীয় সেমিস্টারে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে হবে।

এদিকে, একই সঙ্গে এই ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমিস্টারের ৪০ বা ৩৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা শুরু দুপুর ২.৩০ থেকে। দু'ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা বিকেল ৪.৩০তে শেষ হবে। মোট ৮ লক্ষ ১০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষা দিচ্ছে। সবাই ট্যাব বা স্মার্ট মোবাইল কেনার জন্য রাজ্যের 'তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে'র থেকে ১০ হাজার টাকা করে পেয়েও গিয়েছে।

শ্মশানে ভিআইপি নয়

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকার শ্মশান গুলিতে ভিআইপি সার্ভিস নয়, এমার্জেন্সি সার্ভিসে'র ব্যবস্থা আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মোহন কুমার গুপ্ত পৌর অধিবেশনে প্রস্তাবে বলেন, আমাদের ওয়ার্ডের যাঁরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য সম্মানীয় স্বনামধন্য ব্যক্তি আছেন, তাঁদের শবদেহ দাহ করার সময় কোনও কোনও সময় ভিআইপি ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু শ্মশান কর্তৃপক্ষ বলেন, এজন্য কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক বা উপমহানাগরিকের অনুমোদন লাগবে। তবেই এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমার বক্তব্য, পৌরপ্রতিনিধিদের যদি একাজে সুযোগ করে দেওয়া হয়,প্রপার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে। 'সমব্যথী প্রকল্পে' আমরা যেসব ওয়ার্ডবাসীকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। এখানেও ঠিক তেমনভাবে পৌরপ্রতিনিধিদের যদি একটা 'কোটা সিস্টেম' করে দেওয়া হয়। তাহলে বিশেষ ব্যক্তিদের এই সুযোগটা করে দিতে পারবো। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এটা দরকার পড়ে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, 'সত্য কথা বলতে কী এই প্রস্তাব পাঠ করে আমি খুব দুঃখিত, এই প্রস্তাবটি পৌর অধিবেশনে আসার জন্য। অতীনবাবু জানান, আমি ১৯৮৫ সাল থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার একজন পৌরপ্রতিনিধি। কলকাতা পৌরসংস্থায় কোনও দিনই কোনও ভিআইপি শবদাহ করার কোনও ব্যবস্থা বলে কোনও শব্দ কলকাতা পৌরসংস্থায় কোনও আইনেও নেই।'

আর কলকাতা পৌরসংস্থার যে সার্কুলার করা আছে তাতেও নেই। যেটা হল যে, কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রখ্যাত লেখক–কবি–অভিনেতা–অভিনেত্রী–চিত্রপরিচালক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা প্রখ্যাত চিকিৎসক তাঁদের মৃত্যুর সময় শোকসমাবেশে বহুসাধারণ মানুষজন হাজির হন। যাতে শ্মশানে বা বেরিয়াল গ্রান্ডে এই ভিড়টা না হয়, সেজন্য 'এমার্জেন্সি একটা সিস্টেম আছে।সে সিস্টেমে এদেরকে দাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। দু'নম্বরটি হল, পোস্টমর্টেম

বডি যেগুলি দুর্ঘটনা বা ডেডবডি হিমায়ন যন্ত্রে দীর্ঘ সময় রাখার ফলে বা ডেডবডি ব্যবচ্ছেদ করার ফলে কোনও সময় ২৪ ঘন্টা বা ৭২ ঘন্টা ডেডবডি থাকে, সেগুলি ধীরেধীরে পচনশীল হয়ে যায়।সেগুলি যাতে দ্রুত সৎকার করা যায়, সেজন্য এমার্জেন্সি কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কোনও দিনই এখানে ভিআইপি কোটা ছিল না এবং কলকাতা পৌরসংস্থার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের শেষতম গতবছরের ১৩ জানুয়ারি এ সম্পর্কে একটি লেটেস্ট সার্কুলার আছে। এ সম্পর্কে আমার একটি ব্যক্তিগত মতামত আছে, তাতে কেউ একমত নাও হতে পারেন। তাতে এমার্জেন্সি ক্রাইটেরিয়া যে ক'টি সার্কুলারে বলা আছে, এই ক'টার বাইরে আমার মনে হয়, যে কোনও বিশেষ সুবিধা এই শবদেহ দাহ করার ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত নয়। আমি অন্তত নিজে তা মনে করি। কারণ আমাদের প্রিয়জন যখন আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তিনি যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ততক্ষণও তো তিনি আমাদের কাছে আছেন।'

তবে, এখন একটা অদ্ভুত বিষয় হয়ে গিয়েছে, পৌরপ্রতিনিধিরা মৃত্যু বিষয় যখন যেখানে যাচ্ছেন, সব জায়গার মানুষজন বলে, আপনি এটাকে 'স্পেশাল বা ভিআইপি' কোটায় করে দিন। আমি মনে করি যে, এটা ঠিক নয়। এই সভার অধ্যক্ষা ও মহানাগরিকের আবেদন করবো, এই প্রথাটা আমাদের বিলোপ করা উচিত। সার্কুলারে যেটা বলা আছে, সেটুকুই এটা করা উচিত। বিখ্যাত জননেতা বা অভিনেতা–অভিনেত্রী বা সমাজের বিশিষ্টজন যাঁর মৃত্যুতে প্রচুর মানুষজনের সমাবেশ হয় শোকপ্রকাশ করতে। তাদের ক্ষেত্রে এবং দুর্ঘটনাজনিত কারণে পোস্টমর্টেম হবে, পচনশীল দেহ পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। সেগুলির ক্ষেত্রে এমার্জেন্সির ব্যবস্থা হোক। এটাই করা উচিত। যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। সবাই এতে একমত নাও হতে পারেন। এদিকে, পৌর অধ্যক্ষা মালা রায় উপমহানাগরিকের এই মতামত ১০০ শতাংশ গ্রহণ করে, পৌরপ্রতিনিধিদের মধ্যে তা বিতরণ করার বিষয় জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,কেওড়াতলা মহাশ্মশান প্রতি মাসের ১৬ তারিখ বিকেল ৪টে পর্যন্ত শ্মশানের নিয়মিত কাজকর্ম বন্ধ থাকে।

জল পুন:ব্যবহার করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর কলকাতার হুগলি নদীর জলের প্রবাহ দিয়ে একসময় পানীয় জল ছাড়াও প্রায় সমস্ত কিছু কাজ হতো। তবে বর্তমানে সবটাই বহুমূল্য পরিস্রুত পানীয় জলের ওপর নির্ভরশীল। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'রি–সাইকেল ওয়াটার, প্রস্তুত এবং তার পূর্ণ ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। যদি জলের 'রি–সাইকেল প্লান্ট প্রতিটি 'হাইরাইজে বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয়ের ওপর তার নজরদারি করার প্রস্তাব রাখছি।'

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, প্রতিটি উঁচু ভবনের ক্ষেত্রে রি–সাইকেল বাধ্যতামূলক নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী ২০ হাজার বর্গমিটারের বেশি ফ্লোর এরিয়া আছে, সেইসব বাড়ির ক্ষেত্রে জলের রি–সাইকেল প্লান্ট বসানোটা বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের ও কলকাতা পৌরসংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই নজরদারি করা হয়।

বার্তা

এক্ষেণ পুজো : অপদেবতার হাত থেকে বাঁচতে পয়লা মাঘ রাঢ় বঙ্গে এক্ষেণ পুজো হয়। জোড়া ঘোড়া দেওয়া হয়।

স্বচ্ছতা: সাগর মেলা শেষে সাগরতট পরিষ্কার করতে পরিবেশ বন্ধুদের সাথে হাত লাগায় মন্ত্রী থেকে প্রশাসনের কর্তারাও। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী সুজিত বসু সহ অন্যান্যরা।

মেলা : নন্দন চত্বরে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় দেশকলোকের স্টলে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের ডিআইজি সুখেন্দু হীরা, দেশলোকের সম্পাদক প্রণব গুহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর দীপক কুমার বড় পণ্ডা ও অন্যান্যরা। ছবি : অভিজিৎ কর

যুব ভবিষ্যৎ : ১২ই জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে, এই শুভক্ষণে বীর সন্ন্যাসীর আদর্শকে পাথেয় করে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে, জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে। ছবি : সুকান্ত কর্মকার

সেবা : সাগর মেলায় ওষুধ পরিষেবা প্রদান করা হয় কলকাতার চেতলার হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকে সনাতন ব্রহ্মচার্য্য আশ্রম প্রাঙ্গনে। ওষুধ প্রদান করেন ডা. কৌশিক চক্রবর্তী, ডা. ধৃতিশ্রী গাঙ্গুলী, ড. সন্দীপ দান। এই আশ্রমে প্রত্যেকদিন ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ এবং তাদের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

কেএমসি কোথায় কত জন্ম–মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান করল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ আগস্ট থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে জন্মের শংসাপত্র বিলি হয়েছে ১,৩২৬টি এবং মৃত্যুর শংসাপত্র বিলি হয়েছে ৭০১টি। বরো অনুযায়ী জন্ম–মৃত্যু শংসাপত্র বিলির সংখ্যাটা – বরো ১: জন্ম–১৯৭টি এবং মৃত্যু– ৩৫টি। বরো ২: জন্ম– ৬৪টি এবং মৃত্যু– ২৬টি। বরো ৩: জন্ম ৯৪৬টি এবং মৃত্যু– ৩১৪টি। বরো ৪: জন্ম– ২৭টি এবং মৃত্যু– ২২টি। বরো ৫: জন্ম –৫৬৫টি এবং মৃত্যু– ২৪০টি। বরো ৬: জন্ম– ৩৯৭টি এবং মৃত্যু– ৯১টি। বরো ৭: জন্ম– ১,৩০১টি এবং মৃত্যু– ২৩১টি। বরো ৮: জন্ম– ৯৪৪টি এবং মৃত্যু– ১২১টি। বরো ৯: জন্ম– ৬৩৫টি এবং মৃত্যু– ২২৩টি। বরো ১০: জন্ম– ৬৩৮টি এবং মৃত্যু– ১৫৪টি। বরো ১১: জন্ম–২৫টি এবং মৃত্যু– ১৬টি। বরো ১২: জন্ম–৯৮৩টি এবং মৃত্যু– ৫৭৯টি। বরো ১৩: জন্ম– ২৩১টি এবং মৃত্যু– ৯১টি। বরো ১৪: জন্ম– ২০টি এবং মৃত্যু– ২৭টি। বরো ১৫: জন্ম– ৫১৬টি এবং মৃত্যু– ২৮৪টি এবং বরো ১৬: জন্ম– ৮০৪টি এবং মৃত্যু– ৯১টি।

এছাড়াও কলকাতার কবরস্থান এবং টিমেটোরিয়াম আছে, যেখান থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র বিলি করা হয়। যেমন বাগবাড়ি কবরস্থান– ৩৩৭টি। আটচালা হিন্দু কবরস্থান– ৪৯টি। বির্জুনলা শ্মশান– ৭০টি।বেসরকারি কবরস্থান বরো ১: ৮২টি, বরো ২: ১টি। বরো ৩: ১১টি, বরো ৫: ৪টি। বরো ৬: ১৬টি। বরো ৭: ২টি। বরো ৯: ২৪টি। বরো ১০: ৯২টি, বরো ১৫: ৩৮টি। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া আদি মহাশ্মশান: ১,৪৩০টি, গোবরা কবরস্থান: ১,০৪৬টি, কাশী মিত্র শ্মশান: ৩৩৯টি, মুরারিপুকুর হিন্দু কবরস্থান: ৭৪টি, নিমতলা মহাশ্মশান: ৪,৯৯৮টি, পাঁচমজিদ কবরস্থান: ৯৩টি, রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান: ৯২৩টি, শা'নগর কেওড়াতলা মহাশ্মশান: ৭,৫৩২টি, ষোলোআনা কবরস্থান: ২৭টি এবং তপসিয়া হিন্দু কবরস্থান: ২৯০টি।

নিমতলা মহাশ্মশান থেকে যে হিসেবটা দিলেন, তাঁরা কী সবাই কলকাতা পৌর এলাকার বাসিন্দা? পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষের এই অতিরিক্ত প্রশ্নে উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর মেয়র পারিষদ বলেন, এটা হয় না। আসলে কলকাতার বাসিন্দা বলে কিছু হয় না। কলকাতা পৌর নিগম আইন বলছে, কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে যদি কারোর জন্ম হয়, তবে তাঁর বার্থ সার্টিফিকেট দেবে কলকাতা পৌরসংস্থা। তিনি ভারতের যে প্রান্তেরই মানুষ হোন না কেন। আর কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে যদি কারোর মৃত্যু হয়, তবে তার মৃত্যু শংসাপত্র দেবে কলকাতা পৌরসংস্থা।

কলকাতা পৌর এলাকার বাইরে মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু শব কলকাতা পৌর এলাকার কোনও শ্মশানে দাহ করান তবে কলকাতা পৌরসংস্থা তাঁর মৃত্যু শংসাপত্র দেবে না। দেবে ক্রিনিশন সার্টিফিকেট। তবে কোনও ব্যক্তি তিনি কবে জন্মেছেন এবং বার্থ রেজিস্ট্রেশন করাবেন, সেটা তো যে যাঁর নিজনিজ বিষয়। একজন ব্যক্তি তাঁর জন্মের ৬ বছর বাদে রেজিস্ট্রেশন করে, জন্ম শংসাপত্র নিতে পারেন।

তবে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জন্ম–মৃত্যুর অনলাইন পোর্টাল করে দিয়েছে। অর্থাৎ সরকারি হাসপাতালে জন্ম–মৃত্যু হোক বা কলকাতা পৌর এলাকার কোনও বেসরকারি নার্সিং হোম বা বেসরকারি হাসপাতালে হোক, তবে তাকে অনলাইনে পোর্টালে সঙ্গে সঙ্গে তুলতে হবে। ফলে বর্তমানে কোনও সুযোগ নেই, যে আপনার জন্ম হল, আপনি একবছর বাদে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করালেন। একবছরের অধিক পোর্টাল চালু হয়ে গিয়েছে।

সাগরতীর্থ

বিশেষ ফিলাটেলিক কভার প্রকাশ ডাক বিভাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তের ডাক বিভাগ ১৫ জানুয়ারি 'গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬' উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ ফিলাটেলিক কভার এবং বিশেষ ডাকটিকিট বাতিলের সিল প্রকাশ করেছে। গঙ্গা নদী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে আয়োজিত জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)–তে উন্মোচন করেন ডাক পরিষেবা বিভাগের মহানির্দেশক জিতেন্দ্র গুপ্ত। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এই বার্ষিক জনসমাগমের আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলার ঐতিহ্য, ভক্তি, আবেগ এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের এক মহামিলন শীর্ষক এই বিশেষ কভারটি কলকাতা ২০২৬ সালের এই বিশেষ কভারটির নকশায় ঐতিহাসিক কপিল মুনি মন্দির এবং পবিত্র 'মহাস্নানে'র দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিশেষ কভারটি এখন থেকে কলকাতা জিপিও–র ফিলাটেলিক ব্যুরোতে ক্রয়ের জন্য পাওয়া যাবে।

দুই বৃদ্ধাকে বাড়ি ফেরালেন হ্যাম রেডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : হঠাৎ করে হাওয়ায় বার্তা এলো, নামখানায় সকালের খাওয়া খাইয়ে শিয়ালদহর উদ্দেশে যাত্রা করা হবে। নানা কোন ভ্রমণ কাহিনী নয়। আসলে মানুষকে বাড়ি ফেরানোর প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন হ্যাম রেডিওর অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস। কলকাতার প্রমিলা মণ্ডল এবং অঞ্জলী সাউ দুজনেই হারিয়ে গিয়েছেন। নেই কোন টাকা বা ফোন। হ্যাম রেডিওর কন্ট্রোল রুমে দেখা দুজনের। তবে এটাই ভবিতব্য ছিল কারণ একজন থাকেন বাঁশদ্রোনি আর এক জন বিজয়গড়ের কাছাকাছি। ইতিমধ্যেই অঞ্জলী দেবির ছেলে নবান্নের কন্ট্রোল রুমে মায়ের খোঁজ নিতে ফোন করেছেন। নবান্নের নির্দেশ সাগরে আসতেই সবাই নিশ্চিন্ত কারণ তিনি নিরাপদে। হ্যাম রেডিওর কন্ট্রোল রুমেই তাদের

থাকার ব্যবস্থা করে। সকালে তাদের কপিল মুনি দর্শন করিয়ে বেনুবন থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয় লঞ্চে। তবে সঙ্গে ছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে আগত মঞ্জু নাথ। তিনি প্রত্যেক বার আসেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সাগর মেলায়। হ্যাম রেডিওর তত্ত্বাবধানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নব কুমারের মতন অবস্থা এখন আর হয় না। তারা শুধু রাজ্যের নয় ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীদেরও যাদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে সদা ব্যস্ত। মেলার পরে যারা বাড়ি ফিরতে পারে না হারিয়ে যাওয়ার কারণে তাদের কেউ রেডিওর তরঙ্গ তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়।

অঞ্জলি দেবী জানান, স্নান করে উঠে দেখি আমার সাথে যারা এসেছিলেন তারা নেই বুঝলাম আমি হারিয়ে গিয়েছি। কিছুতেই খুঁজে পেলাম না, ভিজে কাপড়েই তাদের খুঁজতে থাকলাম। এরপরে থানায় গেলাম। ওখান থেকে একটি ছেলে আমাকে হাওয়াই চটি দিল। তারপরে অনেকবার মাইকে বলল, কিন্তু কেউই এলো না। পরে শুনেছি তারা সবাই ফিরে গিয়েছিল। এরপর আমাকে ওখানে(হ্যাম রেডিওর অফিসে) পৌঁছে দিল পুলিশের তরফ থেকে তারপর এনারা খাইয়ে দাইয়ে শোয়ার জায়গা করে দিল তারপর বাড়িও ফিরিয়ে দিল। প্রমিলা মণ্ডল ও কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাসের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম বাঁশ ফেলে আটকে দেয় তারপর বাঁশ খুলতেই আমার সঙ্গীরা এগিয়ে যায় আমি তাদের ধরতে পারিনি। আর এর মধ্যেই আমার মাথা ঘুরিয়ে যায়। আমি পড়ে যাই তারপর ওখানে আমাকে জল দিয়ে বসিয়ে রাখে তারপর থানায় নিয়ে যায় এরপর সেখান থেকে হ্যাম রেডিওর কাছে নিয়ে আসে। এনারা ছিল বলেই বাড়ি ফিরতে পারলাম। দুজনেই হ্যাম রেডিওকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

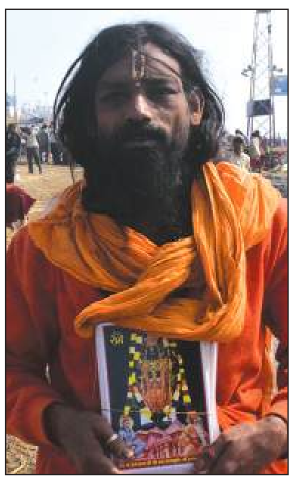

জয় শ্রী রাম : নিজের থেকেই সকল পুণ্যার্থীদের রামলালার ছবি উপহার দিচ্ছেন এক সন্ন্যাসী।

বিজেপি এলেই জাতীয় মেলা হবে গঙ্গাসাগর: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বচ্ছ ভারত সেবা দলের পক্ষ থেকে চালানো হচ্ছে সেবা কাজ। ১৩ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার উদ্বোধন করেন এই সেবা কার্যের। প্রত্যেকদিন প্রায় দেড় থেকে ২০০০ লোকের খাবার ব্যবস্থা করছিলেন তারা। মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ডাক্তার বাবুরা বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করছেন পুণ্যার্থিদের। সংস্থার সভাপতি জানালেন, বিজেপির পক্ষ থেকে অনেক বার জায়গা চাওয়া হলেও মেলেনি তবে ২০১৬ থেকে তারা এই

জায়গায় সেবা কার্য করে চলেছেন। প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আরো যাত্রী সেড বানালে ভালো হতো। তিনি বলেন রাজ্যে বিজেপির সরকার এলে প্রথম কাজ হবে গঙ্গাসাগরকে আরো ভালোভাবে গড়ে তোলা। স্নান করতে অসুবিধা হচ্ছে সকলের কারণ সমুদ্রতটে এঁটেল মাটি পরিপূর্ণ তাই সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর কাজ তারা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করবেন এবং স্নানঘাট বানানোর পরিকল্পনা নেবেন। তাদের সরকার এলে এই মেলাকে জাতীয় মেলার সুপারিশ করবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। উল্লেখ্য প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও একথা বলেছেন যে ডবল ইঞ্জিন সরকার হলেই জাতীয় মেলার তকমা পেয়ে যাবে গঙ্গাসাগর আর তার ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

অন ডিউটি : এনডিআরএফের কে–৯ সারমেয় ম্যাক্সি ও মিল্কি কাজে ব্যস্ত। এনডিআরএফের পক্ষ থেকে সারাক্ষণ জলে এবং ডাঙায় উভয় জায়গায় টহল দেওয়া হয়।

সাহায্য : জাতীয় সংরেসের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সদস্যরা।

কবিতা

বর্ষ বিদায়
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী জুড়ে ইংরেজি নতুন বছর কে আহ্বানে–র
উৎসব শুরু হয়ে গেছে।
বন্দরের কাল হলো শেষ।
ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে,
শুরু থেকে শেষ হয়ে যাওয়া এক একটা দিনের স্মৃতি
মোহময মর্যাদার,হিসাব নিকাশির অভ্যাসে,
পাওয়া না পাওয়ার কথা ভাবে।
বছর টা ভাল গেল কি না
কতবার কথা দিয়ে রাখা যে হলো না।
বছর শেষের দিন আর নবাগত
এক হয়ে ধরা দেয় আনন্দে উত্তেজনায়
একই শীতের কাঁপুনিতে
আমরা তাদের স্বাগত জানাই।
পিছনে তাকিয়ে দেখছ, শুধুই ধু ধু প্রান্তর॥

(বেলগাছিয়া, কলকাতা)

কাঠের তরবারী
বিবেকানন্দ নস্কর

যুদ্ধে যাবে নারী নতুন কথা নয়
এ জন্মভূমিতেই বীরাঙ্গনাদের জন্ম হয়
ভালোবাসার হাতে অস্ত্র যদি নাচে
লোলুপ পুরুষগুলো কেমন করে বাঁচে!
বোরখা কিম্বা ঘোমটা আড়াল করে নারী
পুরুষতন্ত্র ঝাঁ চকচক্ কাঠের তরবারী
বেয়নেটের সামনে এবার তরবারীর হামাগুড়ি
যাক্ ভেঙে যাক্ শাঁখা পলা হাতের কাঁচের চুড়ি।

(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

এখানে থামে না
মৌনী মণ্ডল

কোনোও গাড়ীই যখন এখানে থামে না
একটা আলো আমার গতিবিধি মাপছে
ইলাস্টির বসে আর দাঁড়িয়ে আছে জুতো
উগ্রতা আমাকে নিয়ে গেছে যমের দুয়ারে
সেখানে একটা রাস্তার মাংস মুখস্থ করছি
সে নিজের থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে আমাকে

(শ্রীকলোনী,কলকাতা)

মাকে আবার ফিরে পাওয়া
সুশান্ত তাঁতি

আমি নিরালায় বসে কেঁদেছি মাগো তোমায় পাবো বলে,
আমি অবুঝ অজ্ঞান সন্তান মাগো কেন গেলি ভুলে।
আমি মাগো সেই অভাগা তোরই পাগল ছেলে,
কি অপরাধ করেছি মাগো তোরই চরণ তলে।
রেখে গেলি এই ভবেতে আমায় একা ফেলে,
কত কষ্টে আছি মাগো বলবো দেখা হলে।
কষ্ট কত পায় গো ছেলে মা যদি যায় ফেলে,
বুঝবি তখন ছেলের ব্যথা, যখন হবি ছেলে।
দোষ যদি মা করে থাকি দে না আমার বলে,
ভুলত্রুটি সব শুধরে মাগো নে মা কোলে তুলে।
তোকে হারিয়ে কেন এতো মনটা আমার কাঁদছে,
কত সন্তান মায়ের কোলে আনন্দেতে নাচছে।
যতই ভাবি ভুলে যাবো মন কেন মানে না,
মেয়ে হয়ে এসেছিস মাগো, অন্নপূর্ণা ও অনন্যা
এদের পেয়ে ভাবছি মাগো তোকেই কাছে পাচ্ছি,
মা বলে ওদের ডেকে মেটাই মনের সাধ॥

(শ্যামনগর, মাধব নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

শীত ভ্রমণে বাঙালী
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণে হাসি ভ্রমণে খুশি, বলছে মানুষজন
ভ্রমণ করলে ভালো লাগে ভালো থাকে মন
বেড়ায় মানুষ পাহাড় নদী, কত তীর্থ স্থান
রেলগাড়ী, মোটরে বাসে চারিদিকে যান।
ভ্রমণ করতে টাকা পয়সা চাই যে কত ধন,
নতুন দেশ নতুন মানুষ চেনাই পরম পাওয়া॥

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

শীতে গাঁদা
হিমাংশু শেখর মাইতি

শীত কালে দিকে দিকে হলুদ গাঁদার মেলা
প্রকৃতি মাতা গায়ে দেয় পীত বরণ মেখলা
মৃদু বাসে রূপের মোহে মৌমাছি আর অলি,
পরাগ মেখে মাতোয়ারা, করছে ঢলাঢলি।
বাগ দেবীর অতি প্রিয় হলুদ গাঁদা ফুল
চকোলেট–কমলা–সাদায় মা হয় আকুল।
শুভ কাজে মণ্ডপ সাজে পুষ্প মালিকা চাই
বাহার আনার এমন কাজে গাঁদার জুড়ি নাই।
গাঁদা ফুলে পুষ্পাঞ্জলী শতরূপার পায়ে
মায়ের সাথে পড়ুয়ারা মনের কথা কয়॥

(নরহরিপুর, সাগর, দঃ২৪ পরগণা)

তবু তোমার পথ চেয়ে
মৌ মি তা ঘো ষ

কোলাহল তবুও শুনশান চারপাশ
নববর্ষ আসন্ন
আনমনা মন শেষ বসন্তের রেণু মাখে
ইচ্ছা আর অনিচ্ছার ভিতর নোনাজল মাখে শরীর মন
জমাটি আড্ডা আর খোসগল্পের মাঝে
গোপন চোখের পাতা লুকিয়ে রাখে অনেক কথা
বক্র কথারাও আগুন পায়
আশঙ্কা তো মিথ্যে নয়
তবু তোমার পথ চেয়ে বারবার আসে বসন্ত
নতুন বছর কিংবা অন্য কত কিছুর ভিতর
গুনগুনানো সার্থক হয়ে ওঠে।

(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

তবুও বেশ আছি
ভরত বৈদ্য

এই তো আছি বেশ —
এক চালা ঘরে, উঠি খুব ভোরে
আলু ভাত করে, কাজে যায় দূরে
ঘাম–ঝরা কাজ, ধূলোমাখা সাজ
বৃষ্টি ঝড় বাজ, মলিন দেহ আজ
গাধার মতো খেটে, পেশা হল মুটে
দিন শেষে হেঁটে ফিরি বাড়ী শেষ মেষ
সবাইকে তবুও বলি, আছি বেশ বেশ!

(নলপুর, হাওড়া)

চির–কাঙালী
বিশ্বনাথ অধিকারী

আমি এমনি আসিনি এখানে,
সে বাধ্য করেছে এখানে আসতে,
এই ঘাটে জল খেতে,
যার নাম পরিস্থিতি।
তখন আমার ছাতা গেছে ছিঁড়ে
ভাতের থালারা গেছে উড়ে
সেই দিয়েছে আশ্রয়, থাকার একটু প্রশ্রয়
জীবনের একটু মান।
আমরা খড়কুটো গোঁজা পাখী
রতনেরও খোঁজ রাখি।
আমাদের ভেঙে গেছে সব বাসা
ধূলোয় মিশে গেছে যতো আশা,
উদ্বাস্তু হয়ে, ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে
তোমাদের ছায়ায় এসে বেঁচে আছি।
কালের স্রোতের ভেসে যাওয়া পানা
ছিন্নসূত্রে এক রাখা।
আসতে চাইনি কেউ এখানে,
ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছি
চির–কাঙালী মানব জাতি,
দু–মুঠো ডাল–ভাত খেতে চেয়েছি
পরিস্থিতির ঝড়–ঝাপ্টায় আশ্রিত হয়ে গিয়েছি।

(হালতু, কলকাতা–৭৮)

ভালবাসা নতুন জীবন দেয়
অশোকানন্দ

আমি অতি সাধারণ
ভালোবাসার অঙ্গীকারে বাঁধা
সময়ের দড়িতে টান পড়লেই
সবকিছু ভেঙে তছনছ।
গানের জগৎ, কবিতার জগৎ
এরা কাউকে জবাবদিহী করে না,
এরা সবাইকে ভালোবাসে, ভালো রাখে।
কখন এই জগৎ–টাকে ভালোবেসে ফেলেছি
নিজেই নিজেকে জানবার চেষ্টা করছি
তৈরী করছি নিজের জগৎ,
সংসারের জোয়ার–ভাটা সবকিছু সামলে
শুরু করেছি নতুন জীবন,নতুন তরী বাইতে নেমেছি
খোলা আকাশের নীচে।

(হালতু, কলকাতা–৭৮)

সাধন জ্যোতি
আব্দুল হান্নান

পুরুষ যখন কাপুরুষ হয়, ফলে সংসারের বোঝা
ঘরের রমণী বেরিয়ে পড়ে, রোজগারের পথ খোঁজা
নিজের বাঁচা, সন্তানের বাঁচার প্রতীজ্ঞায় হয় দৃঢ়
হাজার কষ্ট দূরে ফেলেই মন করে যে দড়।
প্রাণের আশা ভাবে না খাসা সুখ সাগরে ভেসে
বিদায় দেবেই জীবন আলো বাঁচার পথে হেসে।
ভাবা দরকার পুরুষ জাতির, দায়ীত্বভার কার
আদর–সোহাগী ঘরের রমণী হয় কেন ছারখার!
প্রশ্ন যাদের জাগে না মনে, তারা মানব নামে কলঙ্ক
বহু পথেই শিকার হচ্ছে, লাবণ্যময় নারীত্ব॥

(রামশরণপুর,সীতারামপুর,কুলপি,দঃ২৪ পরগণা)

দোলাচল
স্বস্তিকা ঘোষ

অসহায়তা যখন সুযোগ দেয়
তখন কি পালিয়ে যাওয়া উচিত?
যতি চিহ্ন সত্যিই কি বিরাম দেয়!
রাই–হীন শ্যামের বাঁশী শুনেছো?
অনাবিল দুর্ভেদ্য কঠোরতা ছিল
কান্না ছিল কিন্তু মাধুরী মেশানো
ত্যাগের প্রতীক ছিল পরিশুদ্ধ প্রেম
রাগ, দ্বেষ, অহংকারহীন মননশীলতা
জীবনযুদ্ধ থেকে বিদায় নেয় নি।
লড়াই–এর নামে অনন্ত প্রণয় শক্তি
ঐশ্বরিক ক্ষমতা যদি অশ্রুসিক্ত হয়
তবে তো মরুভূমির ক্যাকটাসে রেহাই নেই।

(দৌলতাবাদ, বিষ্ণুপুর, দঃ২৪ পরগণা)

ছুট
বিধু বদন মণ্ডল

ছুটি হলে ছুটোছুটি, তার আগে পড়া
পড়াটাকে ভালোবাসো হোক যত কড়া।
লেখাপড়া খুব ভালো, যদি মন চায়
কত জ্ঞান মিলে যায়, কত কিছু পায়।
মন দিয়ে শোনা ভালো, শিক্ষকে কয়
কেউ আছে শুধু শুধু বই খাতা বয়॥

(উত্তর ২৪ পরগণা)

ভীষণ জব্দ হলে শব্দ
সুন্দর কুমার মণ্ডল

ডিজে কিংবা বক্স, জানিনা ঠিক, অভিজ্ঞতা কম
তা থেকে বেরোলে শব্দ, হারিয়ে যায় যে দম।
সেই শব্দে আমরা তবুও নাচি হাসি খেলি,
ঝনঝনানি গুম–গুমানি বাজছে কোথাও রোজ
জোরালো ক্ষতি শব্দ দূষণ বুঝেও করি আমরা
বক্স চালালে উল্লাসে মাতি বুড়ো–ছেলে–ছোকরা
সবাই জানে তবুও বলি — বুকেই লাগে ধাক্কা
এই রোগেতে ভুগছে যারা, পেতেও পারে অক্কা।
মগজ ঘেঁটে এলোমেলো, যায় যে কমে ঘুম,
শব্দ–দূষণ আনছে বয়ে সর্বনাশের ধুম!
এসো সবাই ত্যাগ করি ভাই, এমন ক্ষতির শব্দ
আমাদেরই হাতে আছে, করি তাকে স্তব্ধ
গড়ি এসো সুস্থ সমাজ, দূষণ করি শেষ
আমরাই কিন্তু গড়তে পারি সুন্দর পরিবেশ॥

(নবগ্রাম সিকিপুর, হাওড়া)

আদিবাসী সৌন্দর্য
রুনু পাল

সৌন্দর্য থাক প্রতিটি জাতির নিজস্বতায়
বহু জাতির সমাবেশ এই ভারতবর্ষ,
এখানে আমরা মিলেমিশে থাকি
নেই বিভেদ আছে হর্ষ।
তবু মাঝে মাঝে নানা কবিতায়
ছোট গল্পেও নানা অছিলায়
নগ্ন হতে হয় আদিবাসীকেই
কবিতা হবে উৎকর্ষ!
কালের নিয়ম কবিতার হাঁটা
বাস্তবে সবাই জানেন সে কথা
একা জাতি সেই আদিম গোষ্ঠী
বারে বারে বিবস্ত্র!
নারী সৌন্দর্যের পূজারী যে দেশ
প্রতিনিয়ত নারী বিদ্বেষ
আজ পথে পথে মোমবাতি হাতে
নারী ভীত সন্ত্রস্ত।

(উত্তর রামকৃষ্ণপুর, শুকদেবপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

আঁধার থেকে আলোয়
কানাইলাল সাহু

আঁধার থেকে আলোয় আনার
মূল্য চুকাই কষ্ট দিয়ে,
যা করি তা, আদি অন্ত কষ্ট দিয়ে ভরা
প্রেমের ফাঁদে কষ্ট–হরণ
মন্ত্র কী দেবে না ধরা?

(দীনেশ পল্লী, পূর্ব পুটিয়ারী, কল–৯৩)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের জমজমাট পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি হাওড়া আমতার বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাক্তনী সংসদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় জমজমাট পুনর্মিলন উৎসব। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উৎসবের সূচনা করেন প্রাক্তনী তথা উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি কস্তুরী হাজরা। স্বাগত ভাষণে সম্পাদক অজয় মান্না বলেন, ‘২১ ডিসেম্বর ভৌগোলিকভাবে ছোট দিন হলেও প্রাক্তনীদের কাছে দিনটি মহান, অনেক বড়।’ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর চন্দ্র মান্নার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার দাস, বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক

জয়ন্ত মুখার্জি, প্রাক্তন শিক্ষক দিবাকর করাতি, উৎসব কমিটির সভাপতি উত্তম কুমার মণ্ডল, অজয় বাগ, তরুণ মাজী, সমীর কাঁড়ার প্রমুখ প্রাক্তনী। বিদ্যালয়ের ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পৌলমী দেয়াশী, ঋষি হাজরা, অয়ন পাত্র ও উচ্চ মাধ্যমিক অনীক ধাড়া, অনুপম ধাড়া, দেবজিৎ পাত্র কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন প্রাক্তনী কমল কুমার পাত্র। স্মৃতিচারণা করেন রাজকুমার খাঁড়া, মৃত্যুঞ্জয় কোলে, শ্যামসুন্দর দে, শশাঙ্ক পাত্র, মুক্তি মালিক, সাগরিকা সামন্ত, দীপক চক্রবর্তী, দীব্যেন্দু মণ্ডল প্রমুখ প্রাক্তনী। এই মহতী উৎসবে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা জানান– শিক্ষারত্ন শিক্ষক অরুণ পাত্র, শিক্ষাপ্রেমী বনমালী পাত্র, হারুচাঁদ ধাড়া ও মুস্তাক আলি মন্ডল। উৎসবের আকর্ষণ বাড়িয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষাব্রতী প্রাক্তনী সংসদ তহবিলে ৫০ হাজার টাকার অনুদানের চেক তুলে দেন উৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ বরুণ দেয়াশী ও হিসাব পরীক্ষক তাপস হাজরার হাতে। এই উপলক্ষে প্রাক্তনী দীপংকর মান্না ও অজয় বাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘প্রাক্তনীদের নিজস্ব মুখপত্র একতা’। পরিশেষে শতাধিক প্রাক্তনী একসাথে দুপুরের প্রীতিভোজে অংশ নেন। সঞ্চালনা করেন প্রাক্তনী মৃন্ময় চক্রবর্তী।

মহৎ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ জানুয়ারী হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং আমতা থানার ব্যবস্থাপনায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয় আমতা রামসদয় কলেজে। জেলার মোট ৬ টি স্থানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে আমতা ও জয়পুর থানার প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় রামসদয় কলেজে। তিনটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে তিনটি বিভাগে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪২৩ জন। হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এই অঙ্কন প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী ও তাদের অভিভাবক– অভিভাবিকাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম পুরস্কার ২০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় ১৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও পরের ২৫ তম স্থানাধিকারী পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য ১ হাজার টাকা। এই প্রতিযোগিতার জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য ছিল না। প্রতিযোগিতা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসংযোগ। পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা। প্রতিযোগিতাটির সুষ্ঠু ও সফল রূপায়ণের মূল কারিগর এসডিপিও নিরুপম ঘোষ ও আমতা থানার ওসি মফিজুল আলম। সেই সঙ্গে জয়পুর থানার ওসি, আমতা থানার এসআই পরশুরাম গিরি, পিনাকী বাবু ও অন্যান্য পুলিশ অধিকারিকবৃন্দ।

দক্ষিণ কলকাতায় পাঁচদিনব্যাপী বৈতানিক উৎসব ২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বৈতানিক রবীন্দ্র সংস্কৃতির পীঠস্থান। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী এবং বৈতানিক–এর ৭৮ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে এলগিন রোড সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন প্রাঙ্গণ মঞ্চে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ পাঁচদিনব্যাপী চতুর্থতম বৈতানিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যা কলকাতায় সচরাচর দেখা যায় না। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জলন করলেন সৌমেন ঠাকুরের দুই নাতনী রঞ্জিনী দেবী ও অরুনি দেবী, সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি ঝর্ণা ভদ্র, ভাইস প্রেসিডেন্ট সব্যসাচী হাজরা ও স্বনামধন্য সংগীত পরিচালক টোটন মৈত্র। অনুষ্ঠানের সূচনায় হল কৌশিক দে’র পরিচালনায় ব্রাহ্মসমাজের সমবেত সংগীত দিয়ে। বৈতানিকের স্মৃতিচারণ করলেন অমিত দাস। ড: বনানী দে’র পরিচালনায় বৈতানিকের ছাত্র–ছাত্রীদের সৌমেন ঠাকুরের ৮টি গান ও তার সঙ্গে সংস্থার কর্ণধার বিপ্লব বসুর অনবদ্য কণ্ঠে ছোট ছোট গল্প পরিবেশন ছিল অত্যন্ত মনোরম। গার্গী ও দীপ্তাংশুর নৃত্য প্রশংসনীয়।

অন্যান্য দিনের পরিবেশনায় ছিল ড: বনানী দে’র অনবদ্য কণ্ঠে একক গান, অলক রায়চৌধুরী পরিচালিত মল্লারের বাহির ছেড়ে ভিতরে, সাহিত্যকা শান্তিনিকেতন পরিবেশিত রথের রশি অবলম্বনে দীপ্র মজুমদারের একক শ্রুতি নাটক। যেহেতু এই বছর নাট্যাভিনেতা বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষ, তাই ছিল নাটকের নানা ধরন। ইমন জলপাইগুড়ি পরিবেশিত শৈবাল বসুর একক অভিনয়ে শুনছো কালপুরুষ, নারীর অবস্থানকে নৃত্য গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন সোমা গিরি। সরোজিনী ডান্স একাডেমীর কর্ণধার সোমা গুহ নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন রবির কিরণে রবি। দূরদর্শন শিল্পী দেবাশীষ রায়চৌধুরী ও অরুনিতার রবিঠাকুরের কঙ্কাল গল্পপাঠ দর্শকদের সম্মোহিত করে। ঐহিক ও মাভৈ: সংস্থাদ্বয়ের গান কবিতার কোলাজ পরিবেশন ছিল সুন্দর। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় বক্তৃতার সঙ্গে অভিনয় করে দেখান রবীন্দ্র নাটকে নাচ ও গানের ব্যবহার। ছিল দর্পনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত পুনশ্চ ও ডঃ বনানী দে পরিচালিত হৃদ কমলে"র সমবেত গান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা চলচ্চিত্রে

রবীন্দ্র সংগীতের প্রয়োগ বিষয়ের উপর বক্তৃতা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। প্রীতম চক্রবর্তী–র এস্রাজ সহযোগে রবি ঠাকুরের গান অপূর্ব। দীপালী দত্তের ব্যবস্থাপনায় মল্লার পরিবেশিত কালমৃগয়া ও ইলিয়া দাস মুখার্জির নির্দেশনায় মনোরথ ইনস্টিটিউট পরিবেশিত ভানুসিংহের পদাবলী নৃত্যনাট্য সুখশ্রাব্য। অনুষ্ঠান চলাকালীন বাংলাদেশে ছায়ানটকে পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদস্বরূপ কর্ণধার বিপ্লব বসু বৈতানিকের মঞ্চটিকে ছায়ানট মঞ্চ বলে ঘোষণা করেন।

হাজারদুয়ারী রঙ্গ উৎসবে নাট্যপ্রেমীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ডিসেম্বর দেখতে দেখতে ৫৭ পেরিয়ে ৫৮ তে পা দিল ‘প্রান্তিক’। এই উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই প্রান্তিক নাট্যগোষ্ঠী আয়োজন করে থাকে ‘হাজারদুয়ারি রঙ্গ উৎসব"। এবারও গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হল এই উৎসব, উৎসবের উদ্বোধন করেন মালবিকা মিত্র। এদিনই সংবর্ধিত হন বিদ্যুৎবরণ মহাজন, অলক ব্যানার্জী, চন্দন ব্যানার্জী, তিলক ব্যানার্জী এবং শ্যামলিমা সরকার প্রমুখ নাট্য অভিনেতা–অভিনেত্রী। সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় নাট্যকার তমোজিৎ রায়কে। এরপর ৮ দিনে ১০টি ভালো নাটক দেখেন বহরমপুর শহরের নাট্যপ্রেমী মানুষরা। প্রবল শীতকে পরাজিত করে প্রতিদিন নাটক দেখতে ভিড় করেন মানুষ। মানুষের এই ভিড়ের মধ্যেই উৎসবের সার্থকতা খুঁজছেন ‘প্রান্তিক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক প্রিয়ঙ্কু শেখর দাশ।

প্রথম দিন পরিবেশিত হয় তমোজিৎ রায়ের নাটক ‘ছেঁড়াফাটা এক মানচিত্র’। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন প্রিয়ঙ্কু শেখর দাশ। উৎসবের দ্বিতীয় দিন ২৬ ডিসেম্বর প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ‘সাহিত্য থিয়েটার এবং... শীর্ষক সেমিনার। বক্তা ছিলেন সৌমিত্র মিত্র। দ্বিতীয় পর্বে মঞ্চস্থ হয় সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে কলকাতার কাব্য কলা মনন ও অন্তরা আর্টস প্রযোজিত নাটক ‘ভূতো’। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সুমিতকুমার রায় এবং নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অন্তরা চ্যাটার্জী। ২৭ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় দুটি নাটক। প্রথম পর্বে জলপাইগুড়ি ‘কলাকুশলী’ প্রযোজিত তমোজিৎ রায়ের নাটক ‘অংশত মহাভারত’। নির্দেশনায় ছিলেন লুনা সাহা। দ্বিতীয় পর্বে ছিল বহরমপুর প্রান্তিক এর নাটক ‘স্ত্রীর ই পত্র’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর পত্র অবলম্বনে তমোজিৎ রায়ের এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন প্রিয়ঙ্কুশেখর দাশ। নাটকটিতে ঝুলন ভট্টাচার্যের অভিনয় নাট্যপ্রেমীদের হৃদয়কে নতুন আলোয় আলোকিত

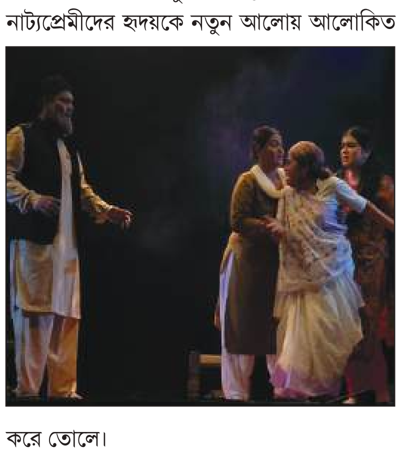

করে তোলে।

২৮ ডিসেম্বর ছিল কলকাতার অন্য থিয়েটার প্রযোজিত নাটক ‘কেয়ার টেকার’। নাটকটির অনুবাদ ও নির্দেশনায় ছিলেন অরিন্দম মুখার্জী। নাটকটিতে দেবেশ রায় চৌধুরী, অনিবার্ণ চক্রবর্তী এবং তথাগত চৌধুরী পাল্লা দিয়ে দাপিয়ে অভিনয় করেন। ২৯ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় কলকাতার ভূমিসুত থিয়েটার প্রযোজিত নাটক ‘অশ্বখুরের ধুলো’। জুলফিকার জিন্না লিখিত নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন স্বপ্নদীপ সেনগুপ্ত। সঞ্জীব সরকারের অভিনয় ছিল মনে রাখার মতো। ৩০ ডিসেম্বর ছিল কলকাতার সন্তোষপুর মনন এর নাটক ‘বৈদ্যবিধান’। সাগরময় ঘোষের গল্প একটি পেরেকের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি লিখেছেন সৌভিক গাঙ্গুলী। নির্দেশনা এবং অভিনয়ে ছিলেন সঞ্জীব সরকার। ৩১ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় বহরমপুর ‘ধীমহি প্রযোজিত নাটক কিংকর’। নাটকটির সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন পৌলমী ঘোষ। দ্বিতীয় পর্বে ছিল ‘শিল্পকৃতি প্রযোজিত নাটক ‘ছায়ার খেলা’। পরিচালনা ও নির্মাণে ছিলেন সুরজিৎ সিনহা। ১ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় কলকাতার দ্বিতীয় সত্তা প্রযোজিত নাটক না ‘তোর জন্য‘। নাটক ও নির্দেশনায় ছিলেন সুমন সেনগুপ্ত।

প্রান্তিক এর সম্পাদক প্রিয়ঙ্কু শেখর দাশ বলেন, ‘মানুষের উপস্থিতিই উৎসবের সার্থকতা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন যেভাবে দর্শকরা নাটক দেখতে এসেছেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এখান থেকেই আমরা পেয়ে গিয়েছি আগামীর অক্সিজেন। সেই সঙ্গে আমাদের আগামীর প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল ভালো ভালো নাটক নিয়ে আবার প্রান্তিক আসবে ডিসেম্বর মাসের এই সময়ে। একইভাবে দর্শকদের ভালোবাসা আমরা পাবো, এটা আমাদের বিশ্বাস।’

উত্তর কলকাতা সৃষ্টিছাড়ার ‘চাকভাঙ্গা মধু’

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ডিসেম্বর রামমোহন হলে অনুষ্ঠিত হল উত্তর কলকাতা সৃষ্টিছাড়া নিবেদিত মনোজ মিত্র রচিত প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নাটক চাকভাঙ্গা মধু। এই নাটকটি বঙ্গ থিয়েটারের অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম, নিজের গর্ভবতী মেয়ে বাদামীর স্বপ্নকে বাস্তব রুপ দিতে এক হতদরিদ্র বাপ মাতলার সংগ্রাম এই নাটকের মুখ্য অংশ, বৃদ্ধ কাকা জটা এবং স্বামী পরিতক্তা মেয়ে বাদামিকে নিয়ে সাপের ওঝা মাতলার ক্ষুদ্র পরিবার, যার উপর চরম আঘাত হানে গ্রামের ক্ষমতালোভী জমিদার অঘোর ঘোষ, তার সঙ্গীনি দ্রাক্ষায়নী এবং খল স্বভাবের ছেলে শঙ্কর হয়ে ওঠে অঘোর ঘোষের দোসর, ক্রুর স্বভাবের অঘোরের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব, সম্মান, সম্ভ্রম বাঁচানো লড়াই এই নাটকের মূল বিষয়, চরিত্র নিয়ে বলতে গেলেই প্রথমে আসবে বাদামি চরিত্র অভিনয় করা নন্দিতা বিশ্বাসের কথা, অসাধারণ বললেও কম বলা হয়, তার সাথে যোগ্য সহায়তা করে মাতলা চরিত্র অভিনয় করা সুমন চক্রবর্তী এবং জটার চরিত্রে তপন চক্রবর্তী, মূলত এই ৩ জনের অভিনয় এই নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আলাদা করে নজর কাড়ে ফুকনা রুপী পার্থ মিল, শঙ্করের ভূমিকায় রাহুল

দাস, এবং অঘোর চরিত্রে অরুণ বোধক, ছোট্ট অথচ সাবলীল অভিনয় পাওয়া গেল বৃদ্ধ বেহারার চরিত্র শুভ্র দেব এবং আরেক বেহারার চরিত্রে অর্যমা খাশনবিস, অঘোর ঘোষের কুচক্রের মুল অংশীদার দ্রাক্ষায়ণীর চরিত্রটিও দাগ কাটে নিবেদিতা ধরের প্রাণবন্ত অভিনয়ে, গ্রামবাসীদের প্রত্যকের নিজেদের সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত সাবলীল, অভিনয়, আলো, আবহ, রূপসজ্জা, মঞ্চ সজ্জা প্রতিটি বিভাগে সৃষ্টিছাড়ার এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সফল এবং বহুদিন মনে রাখার মতো।

নটরাজ নৃত্যকলা মন্দিরের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ মধ্যযুগের জীবনবাদী কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মভিটা পেঁড়ো–র উপকণ্ঠে সিমচক কমলা বিদ্যাপীঠ। বিদ্যালয়টি দামোদরের কোলে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। গত ২–৪ জানুয়ারি সেই বিদ্যালয়ের সাড়ম্বরে পালিত হল সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম মল্লিক। নানা সাজে বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি, ছাত্র ছাত্রীদের নৃত্যনাট্য, ম্যাজিক শো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অঙ্কন, নৃত্য, আবৃত্তি ও যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। কেরিয়ার কাউন্সেলিং ব্যতিক্রমী ভাবনায় অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা উন্মোচন করেন বিদ্যালয়ের জমিদাতা প্রয়াত হারাধন সাধুখাঁ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুবোধ কুমার মণ্ডলের আবক্ষ মূর্তি। সেই সাথে তিনি শিলান্যাস করেন ১৩,৩৩,৭৩৯ টাকা প্রকল্পের নতুন ভবন। শীতের রোদ গায়ে মেখে সিমচক, কৃষ্ণচক, কল্যাণচক, ঠাকুরানীচক, বেনুচক মল্লিকচক সহ ৮–১০টি গ্রামের মানুষের মেলবন্ধনে উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, উৎসব কমিটির সভাপতি অনিল কুমার খামরুই। পরিশেষে সম্মিলিত সবাই শ্বেত কপোত উড়িয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে আহ্বান জানায়– এসো হে হীরক জয়ন্তী।

হুগলীর বারুইপাড়ায় মানবিক উদ্যোগ

সুব্রত মণ্ডল, হুগলি : হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ও সনকা ইয়ুথ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে হুগলির বারুইপাড়ায় ১ দিনব্যাপী সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও ন্যাশনাল ডাইরেক্টর, সদ্য বঙ্গরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. নাজমুস শাহাদাত, অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সুরজিৎ পাখিরা, মাইনোরিটি সেলের অল ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান ড. হাফেজ আব্দুল্লাহ, অল ইন্ডিয়া ওমেন সেলের প্রেসিডেন্ট হাসিনা বেগম, সনকা ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি শরৎচন্দ্র কোলে ও সম্পাদক সমীর পাল। অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ওষুধ বিতরণ, চক্ষু পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। প্রায় ১৫০ জনকে নতুন কম্বল উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিক্ষা জগতে কৃতি ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট সমাজসেবীদের সংবর্ধনা। তাঁদের হাতে স্মারক, উত্তরীয়, প্রশংসাপত্র ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ১৮ জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়।

খেলা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I.NO. - 13709/66

আতশ কাচে

হিলির অবসর

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী মহিলা ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। আগামী মাসে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের পরেই তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিলি জানিয়েছেন চোট ও মানসিক ক্লান্তির কারণে ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন।

হকি বাছাইপর্ব

হকি ইন্ডিয়া এ'বছর ৮ থেকে ১৪ মার্চ হায়দরাবাদে মহিলাদের ২০২৬ সালের এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব আয়োজন করবে। এরজন্য তেলেঙ্গানা সরকারের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে আটটি দল অংশ নেবে। যার মধ্যে রয়েছে ভারত, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কোরিয়া, ইতালি, উরুগুয়ে, ওয়েলস এবং অস্ট্রিয়া। সেরা তিনটি দল ১৫ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপ বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস ২০২৬-এর জন্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে।

চাকরি গেল

স্প্যানিশ ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদের প্রধান কোচ পদে চাকরি গেল জাভি আলোন্সোর। স্প্যানিশ সুপার কাপে বার্সেলোনার কাছে ৩-২ গোলে হেরে যাওয়া এবং লা লিগায় রিয়াল চার পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ আলভারো আরবেলোয়াকে নতুন প্রথম দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে।

ক্রীড়া শাসন

কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইন, ২০২৫-এর অন্তর্গত জাতীয় ক্রীড়া শাসন (জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা) নিয়মাবলী, ২০২৬-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে সুদক্ষ ক্রীড়াবিদদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন, নির্বাচন পদ্ধতি সহ বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নিয়মাবলীতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলির সাধারণ পরিষদে অন্তত ৪ জন অসামান্য ক্রীড়াবিদকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। দক্ষ মহিলা ক্রীড়াবিদদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য, সাধারণ পরিষদে ৫০ শতাংশ মহিলা ক্রীড়াবিদ রাখার কথা বলা হয়েছে।

বিরাট রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের দ্বিতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে এই রেকর্ড করেছেন বিরাট। ৫৫৭ টি ম্যাচে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান সংগ্রাহকদের তালিকায় কোহলি এদিন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারাকে পেরিয়ে গিয়েছেন। তিনি বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান সংগ্রাহকদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকর।

শিখরের বাগদান

ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন শিখর ধাওয়ান। আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আগের বিয়ের সম্পর্ক ভালোভাবে শেষ হয়নি। অবশেষে অতীত যন্ত্রণা ভুলে আবার বিয়ে করছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। বান্ধবী সোফি সাইনের সঙ্গে বাগদান-পর্বও সারা গেল ধাওয়ানের। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি দিয়ে নতুন ইনিংসের কথা জানিয়ে দিলেন 'গব্বর'।

গ্রিন রান

অশোকনগর-হাবড়া প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি অশোকনগরে গ্রিন রান ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন প্রতিযোগিতা হয়। শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিক মিলিয়ে প্রায় ৪৫০ জন প্রতিযোগী এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন।ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ উদয় কুমার।

শামি থেকে টুটুকেও ডাক এসআইআরে!

প্রতিবাদে সরব ময়দানের প্রাক্তন ফুটবলাররা

সুমনা মণ্ডল: জাতীয় দলে দীর্ঘদিন খেলা মহম্মদ শামি, বাংলার হয়ে দীর্ঘদিন খেলা লক্ষ্মীরতন শুক্লা, এমনকি মোহনবাগানের দীর্ঘদিনের সভাপতি, বর্তমানে প্রাক্তন স্বপন সাধন (টুটু) বসু, মোহনবাগানের বর্তমান সচিব সৃঞ্জয় বসু। এসআইআর শুনানিতে তালিকা যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এসআইআর শুনানির নামে রাজ্যের বিশিষ্টজনেদের যেভাবে তলব করা হচ্ছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জনমানসে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কেন টুটু বসুকে তলব? তিনি রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ, দেশের অন্যতম বড় শিল্পপতি এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতিও। তারপরেও! কমিশনের তরফে নোটিশে জানানো হয়েছে, ২০০২ সালে টুটু বসু ও তাঁর পরিবার যেখানে থাকতেন, সেই বিধানসভার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই। তাই তাঁদের তলব করা হয়েছে।

একাধিক খেলোয়াড়কে এসআইআর শুনানিতে তলবের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়ামহলও। এই নিয়ে ময়দানে ক্ষোভও জানান মানস ভট্টাচার্য, দীপেন্দু বিশ্বাস, অলোক মুখোপাধ্যায়রা। তাদের অভিযোগ, কেউই যেন বাদ যাচ্ছেন না। মেহতাব হোসেন থেকে অলোক মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকেও ডাকা হয়েছে। প্রতিবাদে সামিল হয়ে তারা প্রতিবাদের মঞ্চ হিসাবে বেছে নেন গোষ্ঠপালের মূর্তির সামনেই বেছে নেন। তবে এদিন গঙ্গা সাগর উৎসব থাকায় তারা পরে বেছে নেন ভবানীপুর ক্লাবের সামনে। নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেবেন বলে জানান তারা, মানস ভট্টাচার্য্যর নেতৃত্বে এক হন প্রাক্তনরা। মানস ভট্টাচার্য বলেন, আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছি না। জানলাম শামি, মেহতাবের পরিবারকে নয় আরও অনেককে ডাকা হয়েছে। অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা ভারতের হয়ে খেলেছি দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছি এর থেকে বড়ো কী পরিচয় চাই। আমাদের পরিবারকে অহেতুক হেনস্থা করা হচ্ছে। অবৈধ ভোটাররা বাদ যাক আপত্তি নেই কিন্তু এখানে তো বৈধ ভোটাররাও বাদ যাচ্ছে।'

আর কবে?

বিজয় হাজারে ট্রফিতেও স্বপ্ন নিভল বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মরশুমের বদল হয়, বাংলা ক্রিকেটের ব্যর্থতার ছবিটা বদল হয় না। বিজয় হাজারে ট্রফিতেও বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল। গ্রুপপর্ব থেকে আর নকআউট পর্যায়ে যাওয়া হল না। এর আগেই সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টেও দেখা গিয়েছিল একই ছবি।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে রাজকোটে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে চলতি টুর্নামেন্টে অপরাজেয় উত্তরপ্রদেশের কাছে ৫ উইকেটে হারে স্বপ্নভঙ্গ হয় বাংলার।টস জিতে উত্তর প্রদেশ বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠায়। ব্যাট করতে নেমে ৪৫.১ ওভারে ২৬৯ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলা। রান তাড়া করতে নেমে ৪৬ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় উত্তর প্রদেশ।

বাংলার হয়ে ব্যাট হাতে লড়াই চালান সুদীপ কুমার ঘরামি। ১০৬ বলে ৯৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।এরমধ্যে রয়েছে ১২টি চার ও একটি ছয়। এছাড়াও বাংলার স্কোরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান শাহবাজ আহমেদ। তিনি ৫৪ বলে ৪৩ করেন। অন্যদিকে, আকাশ দীপ ১৬ বলে ৩৩ রান করেন। বাকিরা ব্যর্থই বলা যায়। করণলাল ৫, অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ২৮, অনুষ্টুপ মজুমদার ১৩। ফলে, কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়তে পারেনি বাংলা। বল হাতেও জ্বলে উঠতে পারেননি কেউই। মহম্মদ শামি ৭ ওভারে ৫৩, আকাশ দীপ ৬ ওভারে ২৭, শাহবাজ ৭ ওভারে ৪৯, অঙ্কিত মিশ্র ৯ ওভারে ৬৮ ও রোহিত ৯.২ ওভারে ৪৫ রান খরচ করেন। বাংলার হয়ে একটি করে উইকেট পান শামি, আকাশদীপ, অঙ্কিত মিশ্র, রোহিত। উত্তর প্রদেশের হয়ে ধ্রুব জুরেল ৯৬ বলে ১২৩ রান করেন। আরিয়ান ৫৬ রান করেন। রিঙ্কু সিং ২৬ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

পরপর ব্যর্থতার পর হয়তো এ বারেও বেশ কিছু বদল আসবে। আবার নতুন করে লড়াইয়ের বার্তা আসবে। ট্রফি আসবে কিনা কেউ জানে না। বাকি রইল রঞ্জি! আশা বেঁচে আছে, কিন্তু আশা করতেই যেন ভয় পাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে ফুটবল ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত সুন্দরবন লাগোয়া বাসন্তীর রানীগর গ্রামে আজ এক অনন্য দৃশ্যের সাক্ষী থাকল মানুষ। রান্নাঘর ও সংসারের চার দেওয়াল পেরিয়ে গ্রামের প্রান্তিক মহিলারা শাড়ি পরেই ফুটবল খেলতে নামলেন মাঠে। খেলাধুলার এই আয়োজন শুধুই বিনোদনের নয়, ছিল আত্মবিশ্বাস, অধিকার এবং সামাজিক বদলের এক জোরালো বার্তা। গ্রামের বহু মহিলা যাঁরা সারা দিন ঘরের কাজ, মাঠের কাজ ও পরিবার সামলান, ভগবতী, রাখী, ময়না, সুলেখা, নিলিমারা তাঁরা আজ প্রথমবার মাঠে নেমে নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতা প্রকাশ করলেন। পায়ে ফুটবল নিয়ে দৌড়, গোলের লড়াই আর সতীর্থদের উৎসাহ—সব মিলিয়ে মাঠ জুড়ে ছিল এক উৎসবের আবহ। অনেকেই জীবনে কখনও খেলাধুলার সুযোগ পাননি, অথচ আজ তারা সাহসের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন। স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে এই ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল নারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করা এবং তাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস বাড়ানো। আয়োজক কমিটির রুমা সরকার বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে নারীরা শুধু শরীরচর্চাই নয়, দলগত কাজ, নেতৃত্ব ও আত্মনির্ভরতার পাঠও পান। মাঠে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যেও দেখা যায় বিপুল উৎসাহ। গ্রামের পুরুষ, শিশু ও বয়স্করা করতালিতে মহিলাদের উৎসাহ দেন। অনেকের কাছেই এই দৃশ্য ছিল নতুন ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

এক অংশগ্রহণকারী মহিলা তনিমা হালদার বলেন, 'আমরা সারাজীবন ঘরের কাজ করেছি। আজ মাঠে খেলতে পেরে মনে হচ্ছে আমরাও পারি।' এই ফুটবল ম্যাচ তাই শুধু একটি খেলা নয়, বরং গ্রামীণ নারীদের জীবনে নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার সূচনা হয়ে রইল। এই উদ্যোগ প্রমাণ করে দিল, সুযোগ পেলে গ্রামের মহিলারাও সব ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দিতে পারেন।

টানা পঞ্চম জয় হাওড়া 'উদ্যোগী'র

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখে পঞ্চম ম্যাচেও জয়ী হল হাওড়া 'উদ্যোগী'। ১০ জানুয়ারি উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম মাঠে কন্যাশ্রী কাপের ডার্বি ম্যাচে ২-১ গোলে হাওড়া উদ্যোগী পরাজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বী মতুয়া ফুটবল ফাউন্ডেশন টিমকে। মাঠে উপস্থিত থেকে জয়ী দলের সকল প্লেয়ারকে অভিনন্দন জানান হাওড়া উদ্যোগী ফুটবল টিমের সভাপতি তথা হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ বিভাস হাজরা।

ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতেই হবে : বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরুর ঘোষণা হলেও রয়েছে চলতি বছর আইএসএল নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। ভেন্যু থেকে শুরু করে কমার্শিয়াল পার্টনার কিংবা বাজেট, সবকিছু নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। তবে শেষমেশ ইতিবাচক দিক এটাই যে, সকল ক্লাবই অনড় অবস্থান থেকে সরে এসে খেলার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। এককথায় বলা যায়, অনেক টালবাহানার পর শুরু হচ্ছে আইএসএল। সব প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে বাইচুং ভুটিয়াও আশাবাদী আইএসএল শুরুর ব্যাপারে। তবে মান ধরে রাখা নিয়ে সন্দিহান তিনি। কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী প্রকাশের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন পাহাড়ি বিছে। সেখানে বাইচুং বলেন, 'আইএসএল শুরু হচ্ছে এটা ভালো খবর। এবারের লিগ আয়োজন চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে অনেক বাধা কাটিয়ে শুরু হচ্ছে এটাই ভালো খবর। আমি মনে করি, এই সমস্যাটা এক বছরের জন্য। ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে লং-টার্ম সলিউশন লাগবেই।' এবার আইএসএল নিয়ে টালবাহানার মধ্যে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন তারকা ফুটবলাররা। এফসি গোয়া ছেড়েছেন বোরহা হেরেরা। মুম্বই সিটি ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার একই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পোড় খাওয়া নাম তিরি। বাইচুং জানাচ্ছেন, এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটা দলের কাছে ধাক্কার। তাঁর কথায়, 'অন্যান্যবারের মতো এবার সেই জৌলুস থাকবে না। অনেক বিদেশি প্লেয়ার ছেড়ে দিয়েছে। সব ক্লাব

ভারতীয় প্লেয়ারদের নিয়েই মূলত খেলবে। হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ম্যাচ না-হলে গুরুত্ব কমবে। তবে আমাদের আরও চিন্তা করার সময় এসেছে। কোনও দেশের ফুটবলে টপ লিগ না-হলে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত প্রশ্নের মুখে পড়বে। যাঁরা ফুটবলকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চায়, তাঁরা কী ভাববে।'

উঃ ২৪ পরগনায় রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত ও উঃ ২৪ পরগণা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ৪১তম রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উঃ ২৪ পরগণা জেলার বানীপুর ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিক্ষা সচিব আই.এ.এস বিনোদ কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব রঞ্জন ঝাঁ, উপ-সচিব পার্থ কর্মকার, প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস, ফুটবলার প্রতাপ ঘোষ, দেবাশিস মুখার্জি সহ অন্যরা। রাজ্য স্তরের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি জেলা দলের মোট ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। জিমন্যাস্টিকস, যোগব্যায়াম, দৌড় প্রতিযোগিতা, লং জাম্প, হাই জাম্প সহ মোট ৩৭-টি ব্যক্তিগত ও দলীয় ইভেন্টে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় মোট ৬১ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী দলের খেতাব অর্জন করে এবং এই প্রতিযোগিতায় রানার্স হয় হুগলি।

বাঁকুড়া গান্ধী বিচার পরিষদের উদ্যোগে 'মাই যুবা ভারত'-এর সহযোগিতায় একদিনের যুব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুল ময়দানে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা যুবক যুবতীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা সারাদিনব্যাপী চলে। দৌড় প্রতিযোগিতা ফুটবল ব্যাডমিন্টন স্লো সাইকেল রেস সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় যুবক যুবতীরা। উপস্থিত ছিলেন গান্ধী বিচার পরিষদের কল্যাণ রায় সহ সদস্য সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মাই যুবা ভারতের জেলা আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য্য।

কাটোয়া ক্রীড়া উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবারের মতো এবারও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হল কাটোয়া ক্রীড়া উৎসব-অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় এই ক্রীড়া উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল।এই উপলক্ষ্যে দিনকয়েক আগে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়। উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে ১১ জানুয়ারি রবিবার দিনভর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল।কাটোয়া পৌর গোবিন্দ ময়দান এবং নেতাজি সুভাষ ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত মোট ১৪টি ইভেন্টে (দৌড়, লংজাম্প, আয়রনবল থ্রো, জ্যাভলিন থ্রো প্রভৃতি) ১০-১৭ বছর এবং তদূর্ধ বয়সী পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাগুলি পরিচালনা করেন চাঁদ দাস, পূজারানী ভূঁইয়া এবং শান্তনু মান।

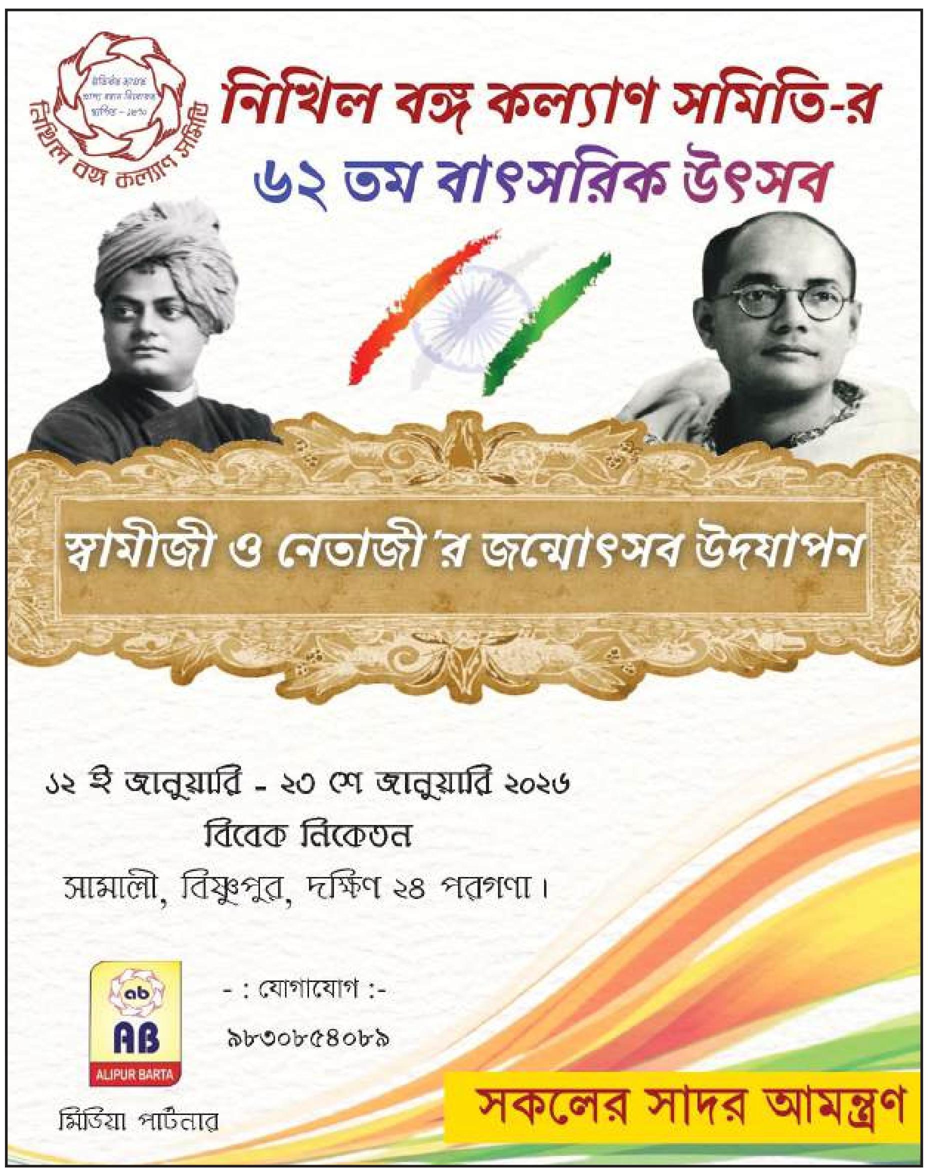

গৃহবধূ হয়েও প্রতিটি জায়গায় সাফল্য অর্জন করেন সন্ধ্যা দেবী

মলয় সুর : একটি প্রবাদ বাক্য আছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, এটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়। গত ডিসেম্বর মাসে দিল্লির গাজিয়াবাদে ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের চতুর্থতম ওয়ার্ল্ড কাপ যোগা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অডিটোরিয়ামে। এতে ১২টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলা থেকে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা ভালো সাফল্য অর্জন করে। এই প্রতিযোগিতায় হুগলির মানকুণ্ডু পালপাড়ার বাসিন্দা সন্ধ্যা বিশ্বাস সরকার মহিলাদের মাস্টার্স বিভাগে(৪৫-৫০) গ্রুপে মমস্-এ স্বর্ণপদক ও ট্র্যাডিশনাল যোগাতে রৌপ্য অর্জন করেন। তিনি শ্রীরামপুর মহাবিদ যোগাপীঠ কেন্দ্রে অনুশীলন করেন, সেখানে প্রশিক্ষক রয়েছেন চৈতালী নন্দী বিশ্বাস। তিনি একজন গৃহবধূ সত্বেও প্রতিদিন সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে নিয়মিত যোগা কসরৎ করে চলেছেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর সুদূর মালয়েশিয়াতে এশিয়া প্যাসিফিক যোগা প্রতিযোগিতায় ট্র্যাডিশনাল ও মমস্ ২ টি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে দ্বিমুকুট অর্জন করেন। ওই বছরই জুন মাসে শিলিগুড়ির মাটিগাড়াতে মমস্ ও ট্র্যাডিশনাল বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে নজির সৃষ্টি করেন। সন্ধ্যা দেবী গৃহবধূ হয়েও প্রতিটি জায়গায় সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সাফল্যের পিছনে স্বামী জীতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস-এর অবদান রয়েছে। জিতেন্দ্রবাবু স্থানীয় ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। জিতেন্দ্রর অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে যোগাতে সন্ধ্যা এগিয়ে চলেছেন। আগামী দিনে সন্ধ্যার প্রবল ইচ্ছা যোগাতে সেরা শিরোপার মুকুট অর্জন করতে চায়।

www.alipurbarta.org | facebook.com/alipur.barta.5 | 9088703044 | alipurbarta1966@gmail.com | alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com